السيرة النبوية

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

সিরাতুন নবি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বিশুদ্ধ বর্ণনার আলোকে বিশ্লেষণধর্মী নবিজীবনী

[প্রথম থেকে তৃতীয় খণ্ড]

সিরাতুন নবি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

অনুবাদ ও সম্পাদনা পরিষদ

অনুবাদকবৃন্দ

আবদুর রশীদ তারাপাশী

মহিউদ্দিন কাসেমী

নুরুযযামান নাহিদ

সম্পাদনা পরিষদ

আবদুর রশীদ তারাপাশী

আহসান ইলিয়াস

সালমান মোহাম্মদ

আবুল কালাম আজাদ

প্রকাশক

কালান্তর প্রকাশনী

মূল্য (তিন খণ্ড)

১,৯৫০/- (উনিশশত টাকা মাত্র)

কালান্তর প্রকাশনী

প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নিঃসন্দেহে সব প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের—আমরা যাঁর গুণকীর্তন করি, যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, যাঁর কাছে পাপ ক্ষমা করে দেওয়ার আবেদন জানাই। আশ্রয় চাই তাঁর কাছে আত্মার প্রবঞ্চনা এবং মন্দ কৃতকর্ম থেকে। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে পথপ্রদর্শন করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।

প্রত্যেক মুসলমানের জন্য রাসুলের সিরাত অধ্যয়ন করা আবশ্যক। এই অধ্যয়নের মাধ্যমে রাসুলের ব্যক্তিত্ব, কথা, কাজ ও মৌন-সম্মতি সম্পর্কে জানা যায় এবং সে অনুযায়ী নিজের জীবন সাজাতে হয়। রাসুলের জীবনী পর্যালোচনার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে তাঁর ভালোবাসা বদ্ধমূল হয়। আর এর মাধ্যমে জানা যায় সাহাবিদের সার্বিক তৎপরতা সম্পর্কে, যাঁরা রাসুল ﷺ-কে সার্বক্ষণিক সঙ্গ দিয়েছিলেন। এতে তাঁদের প্রতি আমাদের আস্থার ভিত আরও সুদৃঢ় হয়, ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁদের জীবনের আলোকে নিজেদের জীবন সাজানোর পথনির্দেশ পাই।

বাংলাভাষায় বিশ্লেষণধর্মী ও শিক্ষামূলক একটি পূর্ণাঙ্গ বিশুদ্ধ সিরাতগ্রন্থের অভাব ছিল প্রকট। সেই অভাব পূরণ করতে আমরা বিশ্বখ্যাত ইতিহাস গবেষক, রাজনীতিক ও ফকিহ ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবির সিরাতগ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি। আল্লাহপাকের অপার অনুগ্রহে নানা প্রতিকূলতা ও প্রতিবন্ধকতা পার হয়ে প্রায় তিন বছর মেহনতের পর সেই সিরাতগ্রন্থের কাজ আলহামদুলিল্লাহ আমরা শেষ করতে পেরেছি। এই দীর্ঘ সময়ে গ্রন্থটির শুধু অনুবাদ-কার্যক্রম চলেনি; আরও অনেক কাজ করতে হয়েছে। অনুবাদ সমাপ্তির পর আরবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়েছে, একাধিকবার ভাষা সম্পাদনা করতে হয়েছে, বানান বিশুদ্ধতার জন্য বার বার নানা জনের মাধ্যমে রিভিউ করতে হয়েছে। পাঠ সাবলীল করতে কয়েকজন অভিজ্ঞ পাঠককে পড়তে দিয়ে তাদের প্রদত্ত নোটগুলোও আমলে নেওয়া হয়েছে।

আপনারা যারা এই তিনটি বছর বিভিন্নভাবে বইটির প্রকাশের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন, তারা অনেকেই জানেন—কেন কাজটি প্রকাশে বিলম্ব হচ্ছে। কিন্তু সবাই যেহেতু জানেন না, তাই দীর্ঘ অপেক্ষা তাদের বিরক্ত করেছে, নানা প্রশ্ন তাদের কৌতূহলী মনকে অস্থির করেছে। কালান্তরের আস্থাশীল সিরাতপ্রেমী সেসব প্রিয় পাঠকের অবগতির জন্যই কাজের ধরন সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু বিষয় স্পষ্ট করা জরুরি মনে করছি—কীভাবে সিরাতের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে, কারা কাজে জড়িত ছিলেন আর কারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন।

পাঠের সুবিধার্থে বইটি আমরা তিন খণ্ডে প্রকাশ করছি। এর মধ্যে ভূমিকা থেকে নিয়ে পঞ্চম অধ্যায় পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন নুরুযযামান নাহিদ। তাঁর কৃত অনুবাদ আরবির সঙ্গে মিলিয়ে সম্পাদনা করেছেন সালমান মোহাম্মদ; ভাষা ও বানান সম্পাদনা করেছেন আবুল কালাম আজাদ। প্রুফ সমন্বয়ে সহযোগিতা করেছেন আবদুল্লাহ আরাফাত ও দিলশাদ মাহমুদ।

ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায় অনুবাদ করেছেন প্রবীণ লেখক, অনুবাদসাহিত্যের কিংবদন্তি আবদুর রশীদ তারাপাশী। তাঁর অনুবাদকৃত অংশটি আরবির সঙ্গে মিলিয়ে সম্পাদনা করেছেন সালমান মোহাম্মদ; ভাষা ও বানান সম্পাদনা করেছেন আবুল কালাম আজাদ। প্রুফ সমন্বয়ে সহযোগিতা করেছেন আবদুল্লাহ আরাফাত ও দিলশাদ মাহমুদ।

অষ্টম অধ্যায় থেকে শেষ পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন মহিউদ্দিন কাসেমী। তাঁর অনুবাদকৃত অংশটির প্রাথমিক সম্পাদনার কাজ করেছেন আবদুর রশীদ তারাপাশী ও আবুল কালাম আজাদ। এরপর সম্পাদনা করেছেন আহসান ইলিয়াস। পুনরায় আরবির সঙ্গে মিলিয়ে সম্পাদনা করেছেন সালমান মোহাম্মদ। আবারও ভাষা ও বানান নিরীক্ষণ করেছেন আবুল কালাম আজাদ। প্রুফ সমন্বয়ের কাজ করেছেন হাফিজুর রহমান, আবদুল্লাহ আরাফাত ও দিলশাদ মাহমুদ।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্যের পরিশুদ্ধি ও হাদিসসংশ্লিষ্ট নানা বিষয়ে সহযোগিতা করেছেন রেজাউল কারীম আবরার। তা ছাড়া কিছু অংশের অনুবাদ আরবির সঙ্গে মেলানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন মুফতি মুশফিকুর রহমান।

বইটির অনুবাদ, অনুবাদ সম্পাদনা, ভাষা ও বানান সম্পাদনার পর পূর্ণ গ্রন্থটির ভাষা ও বানান চূড়ান্তভাবে নিরীক্ষণ করেছেন সালমান মোহাম্মদ ও আবুল কালাম আজাদ।

আমরা আমাদের অন্যান্য বইয়ের মতো এ বইয়েও ভাষা ও বানানরীতির ব্যাপারে প্রথম আলো ভাষারীতিকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বানান অনুসরণ করেছি। খুবই অল্পসংখ্যক বানান আমরা আমাদের মতো করে লিখেছি।

অন্য সব বইয়ের মতো এ বইয়েও কালান্তরের নিজস্ব ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। বেশকিছু যুক্তাক্ষর আমরা সরল ও স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি—কোন কোন অক্ষর মিলে কোন শব্দ হয়েছে। এতে পাঠক শুদ্ধ বানান ও উচ্চারণ সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন—ইনশাআল্লাহ। যুক্তাক্ষরের সহজীকরণের পদ্ধতিটা নতুন পাঠকের কাছে ব্যতিক্রম মনে হতে পারে; তবে নতুনত্বের এই প্রচেষ্টা পাঠককে মুগ্ধ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। এ কাজে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে যাচ্ছেন কামরুল হোসেন। আরও অনেকেই নানাভাবে আন্তরিক সহযোগিতা করে আমাদের কৃতজ্ঞ করেছেন। আল্লাহ সবাইকে প্রত্যেকের প্রচেষ্টা অনুযায়ী বিনিময় দান করুন।

বইটির প্রচ্ছদের ক্ষেত্রেও আমরা পাঠকের মতকে প্রাধান্য দিয়েছি। এতে বার বার প্রচ্ছদ পরিবর্তন করতে হয়েছে। বর্তমান প্রচ্ছদে নামলিপি করেছেন শিল্পী হামীম কেফায়েত। অলংকরণ করেছেন সানজিদা সিদ্দিকী কথা।

এতসব মানুষের পরিশ্রমের ফসল বইটি এখন আপনাদের হাতে। আমরা সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি ভালো কিছু উপহার দিতে। তারপরও ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। কোনো ধরনের বিচ্যুতি বা অসংগতি নজরে এলে আমাদের অবগত করার অনুরোধ করছি। ইনশাআল্লাহ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা সংশোধন করা হবে।

আপনাদের হাতে এখন গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ। মাত্র কয়েকটি বানান ছাড়া তেমন কোনো সংশোধনী করতে হয়নি। তবে গ্রন্থটির বিন্যাস নতুনভাবে করা হয়েছে। আশা করছি এতে গ্রন্থটির সৌন্দর্য আরও বেড়েছে।

সম্মানিত পাঠক, বিশাল এই কাজে যা কিছু ভালো তার জন্য সব কৃতজ্ঞতা মহান রাব্বুল আলামিনের; আল্লাহই সকল প্রশংসার একমাত্র অধিকারী। আর যা কিছু ঘাটতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অসংগতি বা ভুল, তার দায় আমরা নিচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন; এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা তাঁর জন্য কবুল করুন; আর এর বিনিময়ে হাশরের ময়দানে রাসুলে কারিমের শাফাআত যেন আমাদের নসিব করেন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ, ওয়ালা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমায়িন। আমিন।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
২০ রজব ১৪৪১; ১৫ মার্চ ২০২০

সম্পাদকীয়

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি কলমের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, শ্রেষ্ঠ নবির উম্মত বানিয়ে সম্মানিত করেছেন। আমরা তাঁর কাছে সাহায্য চাই, পাপ ক্ষমার আবেদন করি। শয়তানের ধোঁকা ও নাফসের প্রবঞ্চনা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করি। দুরুদ ও সালাম প্রিয়নবি মুহাম্মাদের প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজনের প্রতি, হিদায়াতের তারকা সাহাবিগণের প্রতি।

আমাদের প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম; জীবনের শুদ্ধতার মাপকাঠি নবিজির আদর্শ। তাই তাঁর জীবনী বা সিরাত অধ্যয়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অতি জরুরি। রাসুলের জীবনীতে রয়েছে একজন মুসলমানের জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় তথা জন্ম থেকে মৃত্যু—শৈশবকাল, যৌবনকাল, দাওয়াত, রাজনীতি, রাষ্ট্র পরিচালনা, জিহাদসহ জীবনের সব বিষয়ের বিস্তারিত পথনির্দেশনা।

বিশ্বখ্যাত ইতিহাস ও সিরাত গবেষক, ফকিহ ও রাজনীতিক ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি অতীতের শত সিরাতের সারনির্যাস একত্র করে বিশুদ্ধ বর্ণনার আলোকে নবিজির বিস্তারিত জীবনী রচনা করেছেন। তাঁর সিরাতের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি শুধু একটার পর একটা বিবরণ পেশ করে যাননি, শুধু ঘটনার পর ঘটনা উল্লেখ করেননি; বরং তিনি এমন ধারায় সিরাতকে সাজিয়েছেন, যাতে নবিজীবনের আলোকে আমরা আমাদের জীবন সাজাতে পারি। প্রতিটি আলোচনা থেকে বিশেষ প্রায়োগিক শিক্ষা গ্রহণ করে উপকৃত হতে পারি; এর জন্য তিনি প্রতিটি পরিচ্ছেদের পর 'অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা' নামে পুরো আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরেছেন, যা প্রত্যেক সিরাতপ্রেমীকে মুগ্ধ করবে। লেখক তাঁর রচিত সিরাতগ্রন্থের গুরুত্ব এভাবে তুলে ধরেন,

> অভিজ্ঞতা, শিক্ষণীয় ও উপকারী বিষয়াদি বর্ণনায় সিরাতের প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। কখনো ইমাম জাহাবি রাহ. এমন বিষয় উল্লেখ করেছেন, যা ইবনু হিশাম রাহ. উল্লেখ করেননি।

> আবার ইবনু কাসির এমন কিছু তুলে ধরেছেন, যা 'সুনান' রচয়িতাগণ আলোচনা করেননি। তেমনিভাবে পরবর্তী যুগের সিরাত-লেখকদের মধ্যে দেখা যায় সিবায়ি যা সন্নিবেশ করেছেন, গাজালি তার অনেক কিছুই গ্রন্থভুক্ত করেননি। বুতি যা নিয়ে এসেছেন, গাজবানের গ্রন্থে সেসব অনুপস্থিত। এভাবে তাফসির ও হাদিসের কিতাবাদি এবং তার ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে— যেমন : 'ফাতহুল বারি', ইমাম নববির 'শারহুল মুসলিম', এমন অনেক বিষয় খুঁজে পেয়েছি, যা প্রাচীন বা আধুনিক সিরাত-রচয়িতাদের কেউ উল্লেখ করেননি। আল্লাহর অপার করুণা যে, সেসব বিষয় আমি এমনভাবে উল্লেখ করেছি, যাতে পাঠক সহজে উপকৃত হতে পারে।

এই সিরাতগ্রন্থ শত সিরাতগ্রন্থের সারনির্যাস একত্র করেছে, বিশুদ্ধ বর্ণনার প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে, বলা যায় এমন গবেষণালব্ধ সিরাতগ্রন্থ বড়ই দুর্লভ। লেখক গ্রন্থ রচনায় তাঁর প্রচেষ্টার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন,

> আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় কুরআন, সুন্নাহ ও রাসুলের সিরাত অধ্যয়নে ব্যয় হয়েছে। সেগুলো ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। দরিদ্রতা কিংবা প্রবাসের যাতনা আমি তখন চিন্তাই করিনি। আমি বিভিন্ন জায়গা চষে বেড়িয়ে তথ্য-উপাত্ত একত্র করেছি। বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মূল্যবান, শিক্ষণীয় ও উপকারী বিষয়াদি সংগ্রহ করে সুবিন্যস্তরূপে সন্নিবেশন করেছি, যাতে এই উম্মাহর নতুন প্রজন্ম তা সহজে লাভ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমি সিরাতের প্রাচীন এবং আধুনিক কিতাবাদি সামনে রেখেছি।

তিনি আরও বলেন,

> গ্রন্থটিতে শতাধিক তথ্যসূত্র থেকে প্রচুর গবেষণাপ্রসূত ফলাফল এবং প্রায়োগিক চিন্তাধারা একত্র করা হয়েছে। লিবিয়া, ইয়ামেন, ইরাক, মিসর, সুদান, সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার ও সিরিয়ার অনেকেই আমাকে আলোচনা, পর্যালোচনা ও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন।

উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে সিরাতগ্রন্থটির গুরুত্ব, গ্রহণযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতার ব্যাপারে পাঠককে সামান্য অবহিত করতে চেয়েছি। বইটি পাঠ করলে পাঠক এর বাস্তবতা ও সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবেন। আমরা এতটুকু বলতে পারি, এমন বিশ্লেষণধর্মী-শিক্ষামূলক আরেকটি সিরাতগ্রন্থ আমাদের নজরে পড়েনি।

রচিত ও অনূদিত বাংলা ভাষায় প্রচুর সিরাতগ্রন্থ রয়েছে। তারপরও বাংলা ভাষায়

বিশ্লেষণধর্মী বিশুদ্ধ সিরাতগ্রন্থের সংকট দীর্ঘদিন থেকে। এরই শূন্যতা পূরণে *কালান্তর প্রকাশনী* তিন খণ্ডের সিরাতগ্রন্থটি আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছে।

মূল বইটি আরবি ভাষায় রচিত। *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া আরজু ওয়াকায়ি ওয়া তাহলিলু আহদাস* নামে বইটি আরববিশ্বের বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি বাংলায় ভাষান্তরিত করে প্রকাশ-উপযোগী করতে আমাদের প্রায় তিন বছর সময় লেগেছে। অনুবাদ থেকে প্রকাশকাল পর্যন্ত নানা ধাপে আমরা কাজ করেছি। মানসম্মত অনুবাদ, গ্রহণযোগ্য ভাষামান, শুদ্ধ বানান ও তথ্যের বিশুদ্ধতার জন্য আমরা বার বার যাচাই করেছি। এ ক্ষেত্রে প্রকাশকের সতর্ক দৃষ্টি ও নিরলস প্রচেষ্টা আমাদের বিস্মিত করেছে। একটি অনুবাদগ্রন্থকে সর্বোচ্চ বিশুদ্ধ করতে আমাদের যতটুকু করণীয় এর সর্বোচ্চটুকুই আমরা ব্যয় করেছি।

আমরা আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি যে, বইটির অনুবাদ শায়খ সাল্লাবির মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে যায়নি—ইনশাআল্লাহ। সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি, যাতে শায়খের উদ্দিষ্ট বিষয়টি পাঠকের সামনে তুলে ধরতে পারি। এতে অনেক ক্ষেত্রে অনুবাদকের উচ্চমার্গীয় শব্দের পরিবর্তে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য শব্দ ব্যবহার করেছি।

সম্পাদনার ক্ষেত্রে সিরাতগ্রন্থটির চারটি প্রকাশনীর সংস্করণ সামনে রাখা হয়েছে। *দারুল মাআরিফা* ও *মাকতাবাতুল ফুনুন ওয়াল আদাব* থেকে প্রকাশিত গ্রন্থদ্বয়কে প্রাধান্য দিয়ে সম্পাদনা করা হয়েছে। যদিও আরও তিনটি সংস্করণ থেকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে। কোনো কোনোটি থেকে কিছুটা সংযোজন করা হয়েছে; আর দু-এক জায়গায় *দারুল মাআরিফার* সংস্করণ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে; যদিও সংযোজন ও বিয়োজনের পরিমাণ খুবই কম। অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় কয়েকটি কবিতার অনুবাদ বাদ দেওয়া হয়েছে।

পাঠ সাবলীল ও বোধগম্য রাখতে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক টীকা সংযোজন করা হয়েছে, যেমনটি *কালান্তর* থেকে প্রকাশিত শায়খ সাল্লাবির বইয়ের ক্ষেত্রে করা হয়ে থাকে; তবে কিছু টীকা বাদও দেওয়া হয়েছে—যেমন : একই ধারাবাহিকতায় একই গ্রন্থ ও পৃষ্ঠানম্বর একই হলে সেখানে প্রথম টীকা বাদ দিয়ে দ্বিতীয়টি রাখা হয়েছে। অবশ্য কয়েকটি টীকার ক্ষেত্রে অনুবাদক বা সম্পাদক উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ হয়নি।

গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আয়াত-হাদিসের আরবিপাঠ উল্লেখ করা হয়নি, শুধু অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে আরবিপাঠ অতি জরুরি, এমন কয়েক জায়গায় আরবিপাঠ দৃষ্টিগোচর হবে।

মূল কুরআন আরবি ভাষায় অবতীর্ণ। অনুবাদের মাধ্যমে কখনোই কুরআনের আলংকারিক আবেদন পরিপূর্ণ ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। কুরআনের আয়াতের

অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টা করেছি পাঠক যেন আয়াতের মর্ম যথাযথ বুঝতে পারেন। আর এ ক্ষেত্রে মূলের সঙ্গে অধিক সামঞ্জস্য রাখার যথাযথ চেষ্টা করা হয়েছে। কুরআনের অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা *ইসলামিক ফাউন্ডেশন* কর্তৃক অনূদিত *আল-কুরআনুল করীম* ও *বাংলা তাওযীহুল কুরআনের* সহযোগিতা নিয়েছি।

কালান্তর থেকে প্রকাশিত অন্যান্য বইয়ের মতো এ বইয়েও ভাষা ও বানানরীতির ব্যাপারে প্রথম আলো ভাষারীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। অবশ্য বাংলা একাডেমি প্রণীত প্রমিত বানান অনুসরণ করা হয়েছে। খুবই অল্পসংখ্যক বানান আমরা আমাদের নিজস্ব রীতিতে লিখেছি।

সম্মানিত পাঠক, আমরা চেষ্টার সর্বোচ্চ ব্যয় করেছি, যাতে বিশুদ্ধ সিরাতগ্রন্থটির বিশুদ্ধ অনুবাদ পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারি। এ জন্য বার বার মূলের সঙ্গে মেলানো, ভাষা-বানান পরিমার্জন করা, বার বার প্রুফ দেখার মতো কঠিন ধৈর্যের কাজটুকু আমরা করে গিয়েছি। তারপরও আমরা এটা দাবি করছি না যে, আমাদের কাজ একেবারে নির্ভুল ও খুঁতহীন। নির্ভুল এবং পরিপূর্ণতা রাসুলগণের গুণ। আর আমাদের ব্যাপারে তো পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

> জ্ঞানের অতি সামান্যই তোমাদের দান করা হয়েছে। [সুরা ইসরা : ৮৫]

সম্মানিত পাঠক, অনুবাদ ও সম্পাদনায় যা কিছু সুন্দর ও পরিমার্জিত মনে হবে, তা সব আল্লাহর পক্ষ থেকে। তিনিই সকল প্রশংসার অধিকারী। আর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসংগতির যা-ই গোচরীভূত হবে সেসবের দায় আমাদের। আল্লাহ আমাদের সবাইকে ক্ষমা করুন; গোনাহের কারণে লাঞ্ছিত না করুন। এই গ্রন্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রচেষ্টা কবুল করুন। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মাদ ওয়া আসহাবিহি আজমায়িন। আমিন।

সম্পাদনা-পরিষদের পক্ষে—
সালমান মোহাম্মদ
২০ রজব ১৪৪১; ১৫ মার্চ ২০২০

অনুবাদকবৃন্দের কথা

সকল প্রশংসা মহান রাব্বে কারিমের, যিনি তাঁর প্রিয়তম রাসুল, শ্রেষ্ঠতম মানুষ, নুরের বিভাদীপ্ত পবিত্র সত্তা, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবি মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনচরিত উপস্থাপনার সুযোগ করে দিয়েছেন। দুরুদ ও সালাম রাহমাতুল্লিল আলামিন, সাইয়িদুল মুরসালিন, শাফিউল মুজনিবিন আহমাদ মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর, যাঁর অস্তিত্বের বদৌলতে আমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং বিজয়ী জাতি।

নিঃসন্দেহে নবিজীবন সংশ্লিষ্ট গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারা মুসলিমজীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দের, গর্বের ও আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতার অনুষঙ্গ। পৃথিবীতে তাঁর জীবন নিয়ে যত গ্রন্থ রচিত হয়েছে, দ্বিতীয় কোনো মানবসত্তার ক্ষেত্রে তা কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু আশ্চর্য, সাড়ে ১৪০০ বছর ধরে লিখেও তাঁর জীবনী লেখার প্রয়োজন, আবেদন ও বিষয়-উপকরণে ঘাটতি দেখা দেয়নি। সব যুগে, সর্বস্থানে তিনি সমানভাবে আলোচনার উপজীব্য হয়ে থেকেছেন, থাকছেন এবং থাকবেন।

ড. শায়খ আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি সমকালীন ইতিহাস-গবেষক ও সিরাত-রচয়িতাদের অন্যতম। লিবিয়ান এই লেখক দীর্ঘদিন যাবৎ কুরআন, হাদিস, ফিকহ ও ইসলামি ইতিহাস সম্পর্কে দুহাতে লিখে চলেছেন। ফলে ইতিহাসপ্রিয় পাঠকের কাছে তিনি হয়ে উঠেছেন অবশ্য পাঠ্য। আল্লাহ তাঁর সকল খিদমত কবুল করুন।

আস-সিরাতুন নাবাবিয়া আরজু ওয়াকায়ি ওয়া তাহলিলু আহদাস লেখকের প্রসিদ্ধতম সিরাতগ্রন্থ। গ্রন্থটিতে লেখক নবিজীবনের আনুপূর্বিক বর্ণনা হাদিস ও সিরাতের গ্রহণযোগ্য গ্রন্থাদি থেকে গবেষণাধর্মী বিন্যাসে তুলে ধরেছেন। বিশুদ্ধ উৎস হতে রাসুলের জীবনবৃত্তান্তের অত্যন্ত সাবলীল ও শক্তিশালী বিবরণের পাশাপাশি যে ব্যাপারটি পাঠকের মুগ্ধতাকে পরমে পৌঁছুবে তা হলো, রাসুলের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও হিকমতসমূহের অপূর্ব ও অভূতপূর্ব সন্নিবেশ। নবিজীবনের এই প্রামাণ্যগ্রন্থটি পাঠের সময় পাঠক ফিকহুস সিরাহ[১] অধ্যয়নের স্বাদ অনুভব করবেন।

[১] যে শাস্ত্র সিরাত থেকে শিক্ষা ও তাৎপর্য উদ্ভাবন করে এবং কদাচিৎ আহকাম সম্পর্কে আলোকপাত করে।

মোটকথা, পাঠক একদিকে যেমন রাসুলের সুমহান জীবনবৃত্তান্ত জানতে পারবেন, অন্যদিকে ঘটনালব্ধ উপদেশ ও কুরআনুল কারিমের প্রায়োগিক ব্যাখ্যা তার সামনে উন্মোচন করবে 'সিরাতুন নবি'র এক নতুন দিগন্ত।

নবতর বিন্যাসে রচিত এই সিরাতগ্রন্থে সমসাময়িক রাজনীতি, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কসহ সমকালীন নানা বিষয় নবিজীবনের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইসলামের দায়ি, আলিম, তালিবুল ইলম, মুজাহিদ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্য রয়েছে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশ। গ্রন্থটি পড়ার সময় পাঠক অবাক হয়ে লক্ষ করবেন, হাবশি সম্রাট নাজাশির ইসলাম গ্রহণের একটিমাত্র ঘটনা থেকে লেখক ২২টি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বের করে এনেছেন, যার বেশ কয়েকটি আবার চার-পাঁচটি অতিরিক্ত মণি-মুক্তা ধারণ করে আছে। এর সবই পাঠক পড়বেন সহজ-সরল বিবরণধর্মী উপস্থাপনায়, মুগ্ধকর সাবলীলতায়।

নিজেদের দুর্বলতা, তুচ্ছতা ও অযোগ্যতা সম্পর্কে আমরা অসচেতন নই। হাতের কলমটি যেমন দুর্বল, বুকের ভেতর হৃদয়টা তেমনি পাপজর্জর। প্রিয় হাবিবের মহান ব্যক্তিত্বকে শব্দে তুলে আনার যথাযথ যোগ্যতা যে আমাদের নেই—এই বোধটুকু আমাদের আছে। কিন্তু আল্লাহর দয়া যখন বান্দার হাত ধরে, শত দুর্বলতার মধ্যেও তখন দুরু দুরু বুকের ভেতর স্বপ্নেরা জেগে ওঠে। সব অযোগ্যতা, তুচ্ছতা ও দুর্বলতা ভুলে গিয়ে হৃদয় কামনা করে—যদি দেখা মেলে হাউজে কাউসারের পাড়ে তাঁর সঙ্গে। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করবেন আমাদের মতো অযোগ্য উম্মাহর সবটুকু অযোগ্যতা।

অনুবাদের ক্ষেত্রে লক্ষ রাখা হয়েছে মূল গ্রন্থের রূপ, রং ও স্বাদ যাতে অটুট থাকে। কোনোরকম ভাবানুবাদের আশ্রয় না নিয়ে চেষ্টা করা হয়েছে যাতে মূল গ্রন্থের ভাব ও গতি বজায় থাকে। কবিতাগুলো সরল বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে; একটু ভিন্ন ঢঙে। তবে আরবি প্রবাদ-প্রবচনের অনুবাদে বাংলা প্রবাদ-প্রবচন উল্লেখ করা হয়েছে যথাসম্ভব। চেষ্টা করা হয়েছে অনুবাদটি যাতে সরল ও সুখপাঠ্য হয় এবং পাঠক নির্বিঘ্নে পড়তে পারেন।

বই প্রকাশের এই আনন্দঘন মুহূর্তে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। গ্রন্থটি অনুবাদের পেছনের কারিগর আবুল কালাম আজাদ ভাইয়ের প্রাণান্তকর পরিশ্রম, ধৈর্য ও বিচক্ষণতার বিবরণ কয়েক লাইনে তুলে ধরা সম্ভব নয়। তাঁর শিশুপুত্র মুহাম্মদ আল ফাতিহের জন্য আল্লাহর দরবারে শিফায়ে কামিলার প্রার্থনা করছি।

গ্রন্থটির অনুবাদে যুক্ত হতে পারা নিঃসন্দেহে আল্লাহর তাওফিক ও অপার করুণা ব্যতীত অসম্ভব ছিল। তাই রাব্বে কারিমের দরবারে ফরিয়াদ—হে মহিয়ান, এ সামান্য

খিদমতটুকু যেন পরকালে প্রিয় রাসুলের শাফাআতের ওসিলা হয়। যেন মেলে এক ঢোক 'আবে কাউসার'।

আল্লাহ তাআলা বইটির প্রকাশক, সম্পাদক, বানান পরিমার্জক, শুভাকাঙ্ক্ষীসহ মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে প্রত্যেকের প্রচেষ্টা অনুযায়ী বিনিময় দান করুন। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি মুহাম্মাদ। আমিন।

আল্লাহর অনুগ্রহের ভিখারি—

নুরুযযামান নাহিদ
আবদুর রশীদ তারাপাশী
মহিউদ্দিন কাসেমী
২০ রজব ১৪৪১; ১৫ মার্চ ২০২০

তিন খণ্ডের সিরাতুন নবি গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সূচি

লেখকের কথা

প্রথম অধ্যায়

নবুওয়াত তথা ওহি অবতরণের পূর্বকাল পর্যন্ত সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলি

প্রথম পরিচ্ছেদ : নবুওয়াতপূর্ব পৃথিবীর শীর্ষ সভ্যতা ও ধর্ম
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আরব জাতিসত্তা এবং তাদের সভ্যতা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আরবদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং চারিত্রিক অবস্থা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জন্মপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জন্ম থেকে হিলফুল ফুজুল
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : খাদিজা ও নবুওয়াতপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওহি অবতরণ ও গোপনে দাওয়াত

প্রথম পরিচ্ছেদ : রাসুলের ওপর ওহি অবতরণ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : গোপনে ইসলামের দাওয়াত
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মক্কিজীবনে ইসলাম
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মক্কায় ইবাদত এবং চরিত্রগঠন

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকাশ্যে দাওয়াত এবং মুশরিকদের আচরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রকাশ্যে দাওয়াত ও কাফিরদের প্রতিক্রিয়া
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : পরীক্ষার মুখোমুখি
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দাওয়াতের বিপক্ষে মুশরিকদের গৃহীত কর্মপন্থা

চতুর্থ অধ্যায়

হাবশায় হিজরত, তায়েফ এবং মিরাজের ঘটনা

প্রথম পরিচ্ছেদ : মাধ্যম গ্রহণের নববি আদর্শ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হাবশায় হিজরত
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বেদনার বছর ও তায়েফের ব্যথা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : ইসরা ও মিরাজ : চূড়ান্ত সম্মাননা

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন গোত্রের কাছে নুসরা অনুসন্ধান এবং মদিনায় হিজরত

প্রথম পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন গোত্রের কাছে নুসরা অনুসন্ধান
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কল্যাণের শোভাযাত্রা ও আলোর মিছিল
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আকাবার দ্বিতীয় বায়আত
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মদিনায় হিজরত

ষষ্ঠ অধ্যায়

নবিজি এবং আবু বকরের হিজরত

প্রথম পরিচ্ছেদ : কাফিরদের হত্যাপরিকল্পনা এবং মদিনায় হিজরত
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রশংসনীয় গুণাবলির কারণে মুহাজিরদের পুরস্কার এবং হিজরত থেকে পেছনে অবস্থানকারীদের পরিণতি

সপ্তম অধ্যায়

মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পদক্ষেপ

প্রথম পরিচ্ছেদ : মসজিদে নববি নির্মাণ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : মদিনা সনদ
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : প্রতিরোধ এবং যুদ্ধে বাহিনী প্রেরণ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ ও দীক্ষা প্রদান
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : সংস্কার এবং আইনপ্রণয়ন

অষ্টম অধ্যায়

বদরযুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ : বদরযুদ্ধের পটভূমি
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের ময়দানে রাসুল ও মুসলিমবাহিনী
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ভয়াবহ যুদ্ধ ও কাফিরদের পরাজয়
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : যুদ্ধক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ও যুদ্ধবন্দির ব্যাপারে মতবিরোধ
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বদরযুদ্ধের ফল ও রাসুলের ওপর অতর্কিত হামলার পরিকল্পনা
সপ্তম পরিচ্ছেদ : বদরযুদ্ধ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা, তথ্য ও প্রজ্ঞা
অষ্টম পরিচ্ছেদ : বদর ও উহুদযুদ্ধের মধ্যখানের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

নবম অধ্যায়

উহুদযুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ : যুদ্ধপূর্ব প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলি
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের ময়দানে মুসলিমবাহিনী
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উহুদযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতি
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : উহুদযুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপদেশ

দশম অধ্যায়

উহুদ ও খন্দকযুদ্ধের মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামি রাষ্ট্রকে দুর্বল করতে কাফিরদের পরিকল্পনা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : উম্মুল মাসাকিন ও উম্মু সালামার সঙ্গে রাসুলের বিয়ে এবং বিক্ষিপ্ত ঘটনা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বনু নাজিরের ইয়াহুদিদের নির্বাসন
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : জাতুর রিকা যুদ্ধ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : প্রতিশ্রুত বদরযুদ্ধ ও দাওমাতুল জানদালের যুদ্ধ
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : বনু মুসতালিকযুদ্ধ

একাদশ অধ্যায়

আহজাবযুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের সময়, পটভূমি ও যুদ্ধ-সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলিমদের অগ্নিপরীক্ষা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আহজাবযুদ্ধে আল্লাহর সাহায্য ও কুরআনে তার আলোচনা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : শিক্ষণীয় উপাদান ও উপদেশসমূহ

দ্বাদশ অধ্যায়

আহজাবযুদ্ধ ও হুদায়বিয়া সন্ধির মধ্যবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

প্রথম পরিচ্ছেদ : জায়নাব বিনতু জাহশের সঙ্গে রাসুলের বিয়ে
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রতিরোধযুদ্ধ না; বরং আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করব
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : দুষ্কৃতিকারীদের মূলোৎপাটন

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চূড়ান্ত বিজয় : হুদায়বিয়ার সন্ধি

প্রথম পরিচ্ছেদ : হুদায়বিয়ার সন্ধির সময়, কারণ ও মক্কার উদ্দেশে রাসুলের যাত্রা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : হুদায়বিয়ার সন্ধি ও তদ্‌সংক্রান্ত ঘটনাবলি
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ফলাফল, শিক্ষা ও বিধান

চতুর্দশ অধ্যায়

হুদায়বিয়া ও মক্কাবিজয়ের মধ্যবর্তী ঘটনাবলি

প্রথম পরিচ্ছেদ : খাইবারযুদ্ধ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বিভিন্ন শাসক ও নেতার কাছে চিঠি প্রেরণ
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উমরাতুল কাজা
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : মুতার যুদ্ধ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : জাতুস সালাসিলযুদ্ধ

পঞ্চদশ অধ্যায়

মক্কাবিজয়

প্রথম পরিচ্ছেদ : মক্কাবিজয়ের পটভূমি, প্রস্তুতি গ্রহণ ও যাত্রা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মক্কাবিজয় ও মক্কায় প্রবেশের ক্ষেত্রে রাসুলের পরিকল্পনা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : শিক্ষা, প্রজ্ঞা ও বিবিধ তথ্য

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

হুনাইন ও তায়েফযুদ্ধ

প্রথম পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের পটভূমি ও ঘটনা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মানুষের সঙ্গে আচরণে রাসুলের দূরদর্শিতা
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : উপদেশ গ্রহণ ও শিক্ষণীয় উপাদান
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : তাবুক ও হুনাইনযুদ্ধের মধ্যবর্তী ঘটনাবলি

সপ্তদশ অধ্যায়

তাবুকযুদ্ধ (গাজওয়াতুল উসরা)

প্রথম পরিচ্ছেদ : যুদ্ধের পটভূমি, কারণ ও নামকরণ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তাবুকের পথে
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তাবুকযুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন, যুদ্ধে অংশগ্রহণ না-করা লোক ও মসজিদে জিরারের ব্যাপারে কুরআনের বিবৃতি
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : তাবুকযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না-পারা তিন সাহাবির ঘটনা
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : উপদেশ, শিক্ষা ও বিভিন্ন তথ্য
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : তাবুকযুদ্ধ ও বিদায় হজের মধ্যকার গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা
সপ্তম পরিচ্ছেদ : বিদায় হজ
অষ্টম পরিচ্ছেদ : অসুস্থতা ও ইনতিকাল

পরিসমাপ্তি

ড. আলি মুহাম্মাদ সাল্লাবি

সিরাতুন নবি

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বিশুদ্ধ বর্ণনার আলোকে বিশ্লেষণধর্মী নবিজীবনী

[প্রথম খণ্ড]

অনুবাদ
নুরুযযামান নাহিদ
আবদুর রশীদ তারাপাশী

সম্পাদনা
সালমান মোহাম্মদ
আবুল কালাম আজাদ

সিরাতুন নবি [প্রথম খণ্ড]

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

দ্বিতীয় সংস্করণ : জুন ২০২২
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২০

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৬৫০, US $ 25, UK £ 18

প্রচ্ছদ : সানজিলা সিদ্দিকী কথা

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-95932-4-9

SIRATUN NABI S.M. 1st Part
by Dr. Ali Muhammad Sallabi

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

বিস্তারিত সূচি

[প্রথম খণ্ড]

লেখকের কথা # ২৯

প্রথম অধ্যায়

নবুওয়াত তথা ওহি অবতরণের পূর্বকাল পর্যন্ত সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলি # ৪০

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবুওয়াতপূর্ব পৃথিবীর শীর্ষ সভ্যতা ও ধর্ম # ৪১

এক : রোমান সাম্রাজ্য ৪১
দুই : পারস্য সাম্রাজ্য ৪২
তিন : হিন্দ ৪৩
চার : রাসুলের আবির্ভাবপূর্ব পৃথিবীর ধর্মীয় অবস্থা ৪৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরব জাতিসত্তা এবং তাদের সভ্যতা # ৪৯

এক : আরব জাতিসত্তা ৪৯
দুই : আরব উপদ্বীপের সভ্যতা ৫২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আরবদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং চারিত্রিক অবস্থা # ৫৫

এক : ধর্মীয় অবস্থা ৫৫
দুই : রাজনৈতিক অবস্থা ৫৮
তিন : অর্থনৈতিক অবস্থা ৫৯
চার : সামাজিক জীবন ৬১
পাঁচ : চারিত্রিক অবস্থান ৬৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জন্মপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি # ৭৭

এক : আবদুল মুত্তালিবের জমজম কূপ খনন ৭৭
দুই : হস্তীবাহিনীর ঘটনা ৮০
তিন : হস্তীবাহিনীর ঘটনা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা ও ফল ৮৫

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জন্ম থেকে হিলফুল ফুজুল # ৯০

এক : বংশ ৯০
দুই : আমিনার স্বপ্ন ও বিয়ে ৯২
তিন : রাসুলের শুভাগমন ৯৪
চার : রাসুলের দুধপান ৯৬
পাঁচ : মায়ের ইনতিকাল এবং দাদার দায়িত্বগ্রহণ ১০৪
ছয় : বকরি চরানো ১০৬
সাত : নবুওয়াতের পূর্বে রাসুলের হিফাজত ১১০
আট : শৈশবে পাদরি বাহিরার সাক্ষাৎ ১১২
নয় : ফিজারযুদ্ধ ১১৪
দশ : হিলফুল ফুজুল ১১৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

খাদিজা ও নবুওয়াতপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি # ১২০

এক : ব্যবসায়িক সফর ও খাদিজার সঙ্গে বিয়ে ১২০
দুই : কাবাঘর নির্মাণে অংশগ্রহণ ১২৪
তিন : নবুওয়াতকে স্বাগত জানানোর প্রস্তুতি ১২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওহি অবতরণ ও গোপনে দাওয়াত # ১৩৮

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসুলের ওপর ওহি অবতরণ # ১৩৯

এক : সত্যস্বপ্ন ১৪১
দুই : হেরাগুহায় নির্জনবাস ১৪২
তিন : হেরাগুহায় সত্যের আগমন ১৪৪
চার : ওহির বাহ্যিক প্রভাব ১৪৫
পাঁচ : ওহির প্রকার ১৪৯

ছয় : দাওয়াতি কাজে পুণ্যবতী স্ত্রীর ভূমিকা ১৫১
সাত : খাদিজার জন্য রাসুলের প্রতিজ্ঞাপূরণ ১৫৫
আট : রাসুলগণকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করা ১৫৬
নয় : ফাতরাতুল ওহি ১৫৭

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গোপনে ইসলামের দাওয়াত # ১৫৯

এক : ইসলাম প্রচারের ঐশী ফরমান ১৫৯
দুই : গোপনে দাওয়াতের সূচনা ১৬১
তিন : নিয়মিত দাওয়াত ও তাবলিগ ১৭৩
চার : রাসুলের দীক্ষাপ্রাপ্ত প্রথম মুসলমান দলের বৈশিষ্ট্য ১৭৯
পাঁচ : নেতৃত্ব তৈরিতে রাসুলের ব্যক্তিত্বের প্রভাব ১৮৩
ছয় : দারুল আরকামের সিলেবাস ৮৬
সাত : দারুল আরকামকে নির্বাচনের কারণ ১৮৭
আট : প্রথম প্রজন্মের গুণাবলি ১৮৮
নয় : কুরাইশের বিভিন্ন শাখায় ও সর্বজনীন দাওয়াত ১৯২

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মক্কিজীবনে ইসলাম # ১৯৫

এক : প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাপারে রাসুলের প্রজ্ঞা ১৯৫
দুই : পরিবর্তনের নীতি ও এর আকিদাগত ভিত্তি ২০০
তিন : সাহাবিদের আকিদার শুদ্ধিকরণ ২০৩
চার : জান্নাতের বর্ণনা ও সাহাবিদের অন্তরে তার প্রভাব ২০৯
পাঁচ : জাহান্নামের আলোচনা এবং সাহাবিদের অন্তরে তার প্রভাব ২১১
ছয় : তাকদিরের মর্ম এবং সাহাবিদের শিক্ষায় তার প্রভাব ২১১
সাত : মানবজীবনের বাস্তবতা অনুধাবন ২১২
আট : আদম আ. ও অভিশপ্ত শয়তান ২১৩
নয় : জীবন এবং কতিপয় সৃষ্টি সম্পর্কে সাহাবিদের দৃষ্টিভঙ্গি ২১৪

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মক্কায় ইবাদত এবং চরিত্রগঠন # ২১৫

এক : ইবাদতের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি ২১৫
দুই : বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ ২১৭
তিন : শারীরিক শিক্ষা ২১৮
চার : চারিত্রিক শিক্ষা ২১৯
পাঁচ : কুরআনের ঘটনাবলির মাধ্যমে সাহাবিদের চরিত্রশিক্ষা ২২১

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকাশ্যে দাওয়াত এবং মুশরিকদের আচরণ # ২২৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রকাশ্যে দাওয়াত ও কাফিরদের প্রতিক্রিয়া # ২২৮

এক : প্রকাশ্য দাওয়াত ২২৮
দুই : কাফিরদের উল্লেখযোগ্য আপত্তি ২৩১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরীক্ষার মুখোমুখি # ২৪২

এক : সকল নবি পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন ২৪২
দুই : পরীক্ষার হিকমত ও তাৎপর্য ২৪৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাওয়াতের বিপক্ষে মুশরিকদের গৃহীত কর্মপন্থা # ২৪৭

এক : রাসুলের সমর্থন থেকে আবু তালিবকে দূরে সরানোর পাঁয়তারা ২৪৭
দুই : দাওয়াতকে সন্দেহজনক বানানোর ব্যর্থ চেষ্টা ২৫১
তিন : নবিজি বিপদের সম্মুখীন হওয়া ২৬৭
চার : সাহাবিরা যেসব কষ্টের সম্মুখীন হয়েছিলেন ২৭২
পাঁচ : মক্কায় যুদ্ধ থেকে বিরত থাকার কারণ ২৯৬
ছয় : মুসলিমদের মনোবল দৃঢ় করতে কুরআনের অবদান ৩০৪
সাত : পরস্পর কথাবার্তার পদ্ধতি ৩০৯
আট : কাফিরদের সঙ্গে বিতর্ক ৩১৮
নয় : মক্কার জীবনে ইয়াহুদিদের অবস্থান এবং মক্কার কাফিরদের সাহায্য করা ৩২৫
দশ : নবুওয়াতের সপ্তম বছরে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অবরোধ ৩২৮

চতুর্থ অধ্যায়

হাবশায় হিজরত, তায়েফ এবং মিরাজের ঘটনা # ৩৩৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাধ্যম গ্রহণের নববি আদর্শ # ৩৩৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাবশায় হিজরত # ৩৪২

এক : হাবশার প্রথম হিজরত ৩৪২
দুই : দ্বিতীয়বার হাবশায় হিজরত ৩৪৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বেদনার বছর ও তায়েফের ব্যথা # ৩৬৬

এক : বেদনার বছর ৩৬৬

দুই : তায়েফ গমন ৩৬৭

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইসরা ও মিরাজ : চূড়ান্ত সম্মাননা # ৩৮৪

এক : হাদিসের আলোকে ইসরা এবং মিরাজের ঘটনা ৩৮৫

পঞ্চম অধ্যায়

বিভিন্ন গোত্রের কাছে নুসরা অনুসন্ধান এবং মদিনায় হিজরত # ৩৯৭

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিভিন্ন গোত্রের কাছে নুসরা অনুসন্ধান # ৩৯৮

এক : আবু জাহল ও মুশরিকদের মোকাবিলার পদ্ধতি ৩৯৯

দুই : বনু আমেরের সঙ্গে বৈঠক ৪০০

তিন : বনু শায়বানের সঙ্গে বৈঠক ৪০১

চার : শিক্ষা ও তাৎপর্য ৪০৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কল্যাণের শোভাযাত্রা ও আলোর মিছিল # ৪০৭

এক : হজ ও উমরার মৌসুমে আনসারদের সঙ্গে যোগাযোগ ৪০৭

দুই : আনসারদের ইসলাম গ্রহণের সূচনা ৪০৯

তিন : আকাবার প্রথম বায়আত ৪১১

চার : উসাইদ ইবনু হুদাইর ও সাআদ ইবনু মুআজের ইসলাম গ্রহণ ৪১২

পাঁচ : শিক্ষা ও তাৎপর্য ৪১৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আকাবার দ্বিতীয় বায়আত # ৪১৯

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মদিনায় হিজরত # ৪২৮

এক : হিজরতের প্রস্তুতি ৪২৮

দুই : মুহাজিরদের কাফেলা ৪৩০

তিন : হিজরতকারীদের সঙ্গে কুরাইশের আচরণ ৪৩১

চার : মমতায় ঘেরা ঘর ৪৩৯

পাঁচ : ইসলামের রাজধানী মদিনা ৪৪৪
ষষ্ঠ : মদিনার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ৪৪৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

নবিজি এবং আবু বকরের হিজরত # ৪৫০

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাফিরদের হত্যাপরিকল্পনা এবং মদিনায় হিজরত # ৪৫১

এক : রাসুলকে হত্যার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ৪৫১
দুই : হিজরতের কার্যবিন্যাস ৪৫৩
তিন : মক্কা থেকে সাওর পর্বতের কন্দরে ৪৫৪
চার : মক্কা ত্যাগের আগে ৪৫৫
পাঁচ : রাসুলের নিরাপত্তা ৪৫৬
ছয় : হিজরতের পথে উম্মু মাবাদের তাঁবুতে ৪৫৭
সাত : সুরাকা ইবনু মালিক কর্তৃক রাসুলের সাক্ষাৎ ৪৫৯
আট : অন্তর পরিবর্তনকারী পবিত্রতম সত্তা ৪৬১
নয় : মদিনায় নবিজিকে স্বাগত জানানো ৪৬২
দশ : উপকারিতা, শিক্ষা ও তাৎপর্য ৪৬৪

লেখকের কথা

সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর জন্য, আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সহযোগিতা কামনা করি এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি। অন্তরের মন্দ এবং খারাপ কাজ থেকে আমরা তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তিনি যাকে পথপ্রদর্শন করেন, কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, কেউ তাকে হিদায়াত দিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল।

আল্লাহ বলেন,

> হে মুমিনগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত, ঠিক তেমনিভাবে ভয় করো এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না। [সুরা আলে ইমরান : ১০২]

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন,

> হে মানবজাতি, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করো, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার ঘটিয়েছেন তাঁদের দুজন থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে (অসিলা নিয়ে) তোমরা একে অপরের কাছে নিজেদের হক চেয়ে থাকো এবং আত্মীয়দের ব্যাপারে (অধিকার খর্ব করা থেকে) সতর্কতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন আছেন। [সুরা নিসা : ১]

আল্লাহ আরও বলেন,

> হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তিনি তোমাদের আমল সংশোধন করবেন এবং তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে, সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। [সুরা আহজাব : ৭০, ৭১]

প্রভু, সকল প্রশংসা তোমার জন্য, যতক্ষণ-না তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। সন্তুষ্ট অবস্থায় এবং সন্তুষ্টির পরও প্রশংসা তোমারই।

রাসুলের জীবনী বা সিরাত অধ্যয়ন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এতে একাধিক লক্ষ্য অর্জিত হয়। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হচ্ছে রাসুলের ব্যক্তিত্ব, কথা, কাজ ও মৌন-সম্মতি সম্পর্কে জেনে তাঁর অনুসরণ। রাসুলের জীবনবৃত্তান্ত পর্যালোচনা মুসলমানের হৃদয়ে ভালোবাসা সৃষ্টি করে। প্রীতিতে আনে সমৃদ্ধি এবং কল্যাণময় করে হৃদ্যতা। জানান দেয় সে-সকল সাহাবির জীবনপ্রবাহ সম্পর্কে, যাঁরা রাসুলের সঙ্গে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁদের প্রতি বাড়তে থাকে অনুরাগ। অনুপ্রাণিত করে তাঁদের অনুসরণ-অনুকরণে জীবন ঢেলে সাজাতে।

রাসুলের জীবনী অধ্যয়ন করলে একজন মুসলমান তাঁর জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়, জন্ম থেকে মৃত্যু, শৈশবকাল, যৌবনকাল, দাওয়াত, জিহাদ, ধৈর্য—এমনকি শত্রুর ওপর বিজয় অর্জন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবে। অনুভব করতে পারবে তিনি ছিলেন একাধারে একজন স্বামী, পিতা, নেতা, যোদ্ধা, শাসক, রাজনীতিবিদ, দায়ি, দুনিয়াবিমুখ এবং নিষ্ঠাবান বিচারক। ফলে জীবনের লক্ষ্য বেছে নিতে পারবে তাঁর সুমহান জীবনাচার থেকে।

একজন দায়ি তাঁর জীবনী থেকে জানতে পারবে দাওয়াতের পদ্ধতি ও স্তরবিন্যাস সম্পর্কে। কোন স্তরে কোন পদ্ধতিতে দাওয়াত দেবে, কীভাবে মানুষের সঙ্গে মিশবে, দাওয়াতের কাজ পরিচালনা করবে—সিরাতে রাসুলে সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা পাবে। দায়ি তাঁর হৃদয় দিয়ে অনুধাবন করতে পারবে ইসলামের আলো পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিতে রাসুল ﷺ কত পরিশ্রম করেছেন, কত কাঁটাযুক্ত পথ মাড়িয়েছেন। জানতে পারবে বিপদসংকুল পথে, কঠিন মুহূর্তে তিনি কীভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

তাঁর জীবনচরিতে একজন সাধকের জন্য রয়েছে চারিত্রিক উৎকর্ষ সাধনের শিক্ষণীয় অধ্যায়। কীভাবে ধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে সকল মানুষের মনে স্থান করে নিয়েছিলেন তিনি; বিশেষত তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচর্যায় গড়ে ওঠা সাহাবিদের অন্তরে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তাঁদের মধ্য থেকে গড়ে তুলেছিলেন কুরআনপ্রেমী এক অনন্য প্রজন্ম। উৎকৃষ্ট কল্যাণবাহী জাতিতে পরিণত করেছিলেন তাঁদের, মানবজাতির কল্যাণের তরে যাঁদের সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাঁরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আল্লাহর ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখবে। এঁদের নিয়েই রাসুল ﷺ এমন এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা পৃথিবীর পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত ন্যায় ও ইনসাফের বিস্তার ঘটিয়েছিল।

রাসুলের সিরাতে একজন সেনানায়কের জন্য রয়েছে সুশৃঙ্খল সমরনীতি। দেশ, জাতি, জনগোষ্ঠী ও সামরিক বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদানের সূক্ষ্ম পদ্ধতি, যুদ্ধকৌশল প্রণয়নের আদর্শ পন্থা ও তা কার্যকরের অনুপম আদর্শ। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা কিংবা শাসক-শাসিত

আর সেনা ও সেনাধ্যক্ষের মধ্যে পরামর্শকেন্দ্রিক সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপনের যথেষ্ট উপাদান রয়েছে তাঁর জীবনে।

একজন রাজনীতিবিদ রাসুলের জীবন থেকে শিক্ষা নিতে পারেন বিকৃতমনা প্রতারক রাজনীতিকদের সঙ্গে চরম বৈরিতা সত্ত্বেও কেমন ছিল রাসুলের আচরণ। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনু সালুল। প্রকাশ্যে নিজেকে মুসলিম দাবি করত; কিন্তু তার অন্তর ছিল কুফর আর নবি-বিদ্বেষে ভরপুর। সে রাসুল ﷺ-কে অপদস্থ করতে এবং মানুষকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বিভিন্ন কূটচালের আশ্রয় নিয়েছিল, নানা রকম গুজব ছড়িয়ে দিয়েছিল। বিপরীতে রাসুল ﷺ ধৈর্যধারণ করেছেন, তার হিংসা-বিদ্বেষ সহ্য করেছেন; বরং মানুষের সামনে তার মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যাওয়া অবধি স্বাভাবিক আচরণ করে গেছেন। একসময় সবাই তাকে ত্যাগ করে, এমনকি তার কাছের মানুষগুলোও তাকে পরিত্যাগ করে দূরে সরে যায়। তাঁরা তাকে ঘৃণা করে এবং রাসুলের নেতৃত্বের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে।

রাসুলের জীবন থেকে আলিমসমাজ এমন অনেক কিছু জানতে পারবেন, যা কুরআন অনুধাবনে তাঁদের সহায়তা করবে। তাঁর পুরো জীবনটা ছিল কুরআনুল কারিমের উৎকৃষ্টতম তাফসির। তাঁর জীবনজুড়ে রয়েছে বহু আয়াতের তাফসির ও অবতরণের প্রেক্ষাপট যা কুরআন অনুধাবন, আয়াত-সংক্রান্ত ঘটনাবলি অবগতি ও গবেষণার মাধ্যমে মাসআলা উদ্ভাবনে সাহায্য করে। এতে করে শরয়ি হুকুম-আহকাম উদ্‌ঘাটন ও শরয়ি রাজনীতির মৌলিক নীতিমালা প্রণয়ন সম্ভব হবে। তাঁর জীবনী পাঠের মাধ্যমে আলিমগণ ইসলামি বিভিন্ন শাস্ত্রের শুষ্ক জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। একইভাবে নাসিখ,[৭] মানসুখ[৮] ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। এর মাধ্যমে তারা ইসলামের রুহ ও তার সুমহান উদ্দেশ্যের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবেন।

রাসুলের জীবনী অধ্যয়ন করলে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত একজন ব্যক্তি জানতে পারবে জুহদ বা দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির প্রকৃত অর্থ এবং উদ্দেশ্য। ব্যবসায়ী জানতে পারবে ব্যবসায়ের লক্ষ্য, ব্যবস্থাপনা ও পদ্ধতি। বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি পাবে বিপদে ধৈর্যধারণ এবং অবিচল থাকার সুউচ্চ মর্যাদার সন্ধান এবং ইসলাম-নির্দেশিত পথে দৃঢ়পদে চলার সাহস। পাবে সর্বাবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা রাখার শিক্ষা। অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবে যে, প্রকৃতপক্ষে চূড়ান্ত সফলতা কেবল মুত্তাকিদের জন্য।[৯]

---

[৭] নাসিখ হলো আরবি শব্দ; যার অর্থ রহিতকারী। পরিভাষায় সর্বশেষ শরয়ি হুকুম (কুরআন-হাদিস), যার মাধ্যমে পূর্ববর্তী শরয়ি হুকুম রহিত করা হয়। —সম্পাদক।

[৮] নতুন হুকুমের কারণে রহিত পুরানো হুকুমকে মানসুখ বলে। —সম্পাদক।

[৯] *মাদখাল লি দিরাসাতিস সিরাহ* : ড. ইয়াইয়াল ইয়াহয়া : ১৪।

উম্মাহ তাঁর জীবনীতে খুঁজে পাবে উন্নত শিষ্টাচার, প্রশংসনীয় চরিত্র, শুদ্ধ আকিদা, বিশুদ্ধ ইবাদত, উৎকর্ষ চরিত্র, অন্তরের পরিশুদ্ধি, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রতি ভালোবাসা এবং শাহাদাতের আগ্রহ। জায়নুল আবেদিন আলি ইবনু হুসাইন রা. বলেন, 'কুরআনের সুরার মতো করে রাসুলের মাগাজি (সামরিক অভিযানসমূহ) আমাদের পড়ানো হতো।'[৫]

মুহাম্মাদ ইবনু আবদিল্লাহ থেকে ওয়াকিদি রাহ. বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমার চাচা জুহরি রাহ.-কে বলতে শুনেছি, 'মাগাজি-বিদ্যায় (রাসুলের যুদ্ধ-সংক্রান্ত শাস্ত্র) রয়েছে দুনিয়া এবং আখিরাতের ইলম।'[৬]

ইসমাইল ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সাআদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস বলেন, আমার পিতা আমাদের রাসুলের মাগাজি শিক্ষা দিয়ে বলতেন, 'এগুলো তোমাদের পূর্বপুরুষদের রেখে-যাওয়া নিদর্শন। এসব স্মৃতি বিনষ্ট করো না।'[৭]

জাতিগঠন, রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা-সংক্রান্ত পাঠ ও গবেষণা, ইসলামের উত্থান-পতনের কারণ জানানোর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম জাতির অবস্থান ও মর্যাদা সমুন্নত করার পথ ও পন্থা নির্ধারণে উলামা-ফুকাহা, নেতৃবৃন্দ ও বিচারকমণ্ডলীকে সহায়তা করবে। ব্যক্তিগঠন, মুসলিম সংঘ তৈরি, সামাজিক জাগরণ সৃষ্টি এবং ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাসুলের গভীর প্রজ্ঞা সম্পর্কে তারা জানতে পারবেন। দাওয়াহর কার্যক্রম ও পরিক্রমা, দাওয়াহ প্রতিরোধে মুশরিকদের কূটকৌশল মোকাবিলা, হাবশায় হিজরতের সূক্ষ্ম পরিকল্পনা, দাওয়াহর প্রতি তায়েফবাসীর সম্মতি অর্জনের প্রচেষ্টা, দাওয়াহর খাতিরে বিভিন্ন মৌসুমে নানা সম্প্রদায়ের কাছে নিজেই যাওয়া, আনসার-সমাজে দাওয়াতের ক্রমোন্নতি, এরপর মদিনায় হিজরত—এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

হিজরতের ঘটনা নিয়ে যে চিন্তা করবে, হিজরতের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এবং তার সূচনা থেকে পরবর্তী প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলোতে যে দৃষ্টি দেবে, সে বুঝতে পারবে রাসুলের জীবনজুড়ে ওহির আলোকে কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ স্বমহিমায় উপস্থিত। এ জন্য কোনো কাজ করার আগে সে কাজের পরিকল্পনা করা সুন্নাত। প্রকৃতপক্ষে পরিকল্পনাগ্রহণ ঐশী নির্দেশাবলির একটি, যা প্রতিটি মুসলমানের কাছে প্রত্যাশিত।

একজন মুসলমান রাসুলের জীবনাচার থেকে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা এবং স্তর-শ্রেণি বিবেচনায় পরিচালনার দক্ষতা লাভ করবে। জানতে পারবে কীভাবে তিনি মুনাফিক, ইয়াহুদি, কাফির, খ্রিষ্টানসহ সকল বিরোধী-শক্তির মোকাবিলা করেছেন। আসমানি সাহায্য

[৫] *আল-জামি*, খাতিব বাগদাদি : ২/১৯৫; *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৩/২৪২।

[৬] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ৩/২৫৬।

[৭] প্রাগুক্ত : ২/২৪২।

আর কুরআন-নির্দেশিত বিজয়ের পূর্বশর্তাদি ও প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বনক্রমে কীভাবে তিনি তাদের ওপর বিজয়ী হয়েছেন—জানতে পারবে সেসব আলেখ্য।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি মুসলিম জাতির ক্ষমতায়ন, সম্মান ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার; সর্বোপরি আল্লাহ প্রদত্ত বিধিবিধান বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে রাসুলের নীতি-আদর্শের অনুসরণ। আল্লাহ বলেন,

> হে নবি, আপনি বলুন তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের অনুসরণ করো। এরপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তিনি দায়ী এবং তোমাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী। তোমরা তাঁর আনুগত্য করলে সৎপথ পাবে। রাসুলের দায়িত্ব কেবল সুস্পষ্টভাবে পৌঁছানো। [সুরা নুর : ৫৪]

এ আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ক্ষমতা লাভের পথ হলো রাসুলের অনুসরণ। অপর এক আয়াতে ক্ষমতায়ন এবং তার শর্তাবলির প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন,

> তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন অবশ্যই তাদের পৃথিবীতে শাসনকর্তৃত্ব দান করবেন, যেমন তিনি শাসনকর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সঙ্গে কাউকে শরিক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ তারাই অবাধ্য। তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত আদায় করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো, যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়। [সুরা নুর : ৫৫-৫৬]

রাসুল ﷺ এবং সাহাবিগণ ক্ষমতায়নের শর্তগুলো পূরণে সচেষ্ট ছিলেন। ইমানের দাবি, শাখা-প্রশাখা ও সকল শর্ত হৃদয়ের অন্দরে লালন করেছেন। নিবিড় মনোযোগে পুণ্যের কাজ করেছেন। কল্যাণকর কাজের প্রতি ছিলেন প্রচণ্ড আগ্রহী। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর পরিপূর্ণ দাসত্ব করেছেন। সরবে-নীরবে সর্বপ্রকার শিরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। ব্যক্তি ও সামাজিক পর্যায়ে তাঁরা ক্ষমতায়নের বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক সকল মাধ্যম গ্রহণ করেছেন। ফলে মদিনায় তাঁরা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। এরপর মদিনা থেকে ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন পুরো পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ ও গোষ্ঠীর মধ্যে।

আজ আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব থেকে মুসলিমদের পিছিয়ে পড়ার একমাত্র কারণ, তারা

আপন মিশন ভুলে গেছে, সুমহান সেই মিশনের মর্যাদাহানি করেছে, ইলম ও আমলের ক্ষেত্রে সমভাবে মর্মান্তিক বিচ্যুতির চোরাবালিতে ফেঁসে গিয়ে মিশনকে দূষিত, অপবিত্র করেছে। আল্লাহ প্রদত্ত নীতি ও আদর্শ ভুলে গিয়ে মানবমস্তিষ্ক-প্রসূত অদূরদর্শী পন্থা অবলম্বন করে সফলতা অর্জনের বৃথা চেষ্টা করছে। এই ইমানি দুর্বলতা, আধ্যাত্মিক শূন্যতা, বুদ্ধিবৃত্তিক দীনতা, অন্তঃকরণে অস্থিরতা, মানসিক বিভক্তি আর চারিত্রিক অবক্ষয়, যা মুসলিমদের অসুস্থ করে ফেলেছে; এর প্রধান কারণ হলো কুরআন-সুন্নাহ, খুলাফায়ে রাশিদিনের পথ এবং আমাদের মর্যাদাপূর্ণ ইতিহাসের আলোকিত কক্ষপথ থেকে যোজন যোজন দূরত্বে অবস্থান।

আমার মতো আপনিও দেখতে পাচ্ছেন, ইসলামের নামে একটি মডারেট জনগোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে, যারা কুরআন-সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশিদিনের পথ ও পন্থা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখাতেই স্বস্তি পায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার সম্মুখে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক পরাজয়ের দরুন তারা বয়ান-বক্তৃতায় নতুন নতুন পরিভাষা আর হালকা-চটুল মর্ম যোগ করে থাকে। জীবনের দর্শন, মহাবিশ্ব, মানুষ আর পরিবর্তনের পথ-পন্থা নিয়ে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেকচার দেয়, নিবন্ধ লেখে এবং পুস্তক রচনা করে, শব্দের কারসাজি দেখায়; অথচ তাদের বয়ান-বক্তৃতা কিংবা লেখালিখিতে আমরা ক্ষমতায়ন ও শক্তি অর্জনের প্রয়োজন অনুভব করার লক্ষণ খুঁজে পাই না। মানুষের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন আর উন্নয়নে ঐশীনীতির উপলব্ধি চোখে পড়ে না। তাদের বক্তব্যে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ ও পদ্ধতি পাওয়া যায় না। তাদের লেখনীতে নবি-রাসুলের দাওয়াতি মিশন কিংবা আমাদের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কিত কোনো কিছু চোখে পড়ে না। তারা ইসলামের উত্থান সম্পর্কে নুরুদ্দিন জিনকি, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, ইউসুফ ইবনু তাশফিন, মাহমুদ গজনবি, মুহাম্মাদ আল ফাতিহসহ যাঁরা উম্মাহর গঠন এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় রাসুলের আদর্শকে মাপকাঠি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন দলিল হিসেবে তাদের পেশ করে না; বরং তারা আসমানি শিক্ষাবঞ্চিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কিছু রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদদের গবেষণা প্রমাণ হিসেবে পেশ করে থাকে।

আমি বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা জাতি-গোষ্ঠী থেকে অভিজ্ঞতা লাভের বিরোধিতা করছি না। কেননা, 'হিকমাহ (প্রজ্ঞা) মুমিনের হারানো সম্পদ; যেখানে পাবে কুড়িয়ে নেবে;' তবে আমি ওই সকল লোকের বিরোধী, যারা অজ্ঞ কিংবা অজ্ঞতার ভান করে। যারা ঐশী রীতিনীতিকে উপেক্ষা করে কিংবা জাতির গৌরবময় ও শিক্ষণীয় ইতিহাসকে রোমন্থন করতে অনাগ্রহী। এতদসত্ত্বেও তারা তাদের প্রবৃত্তিতাড়িত এবং কুরআন-হাদিস বিবর্জিত চিন্তা নিয়ে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব দেওয়ার স্বপ্ন দেখে। ইবনুল কাইয়িম রাহ. কত চমৎকার বলেছেন,

আল্লাহর শপথ, আমার কৃত গুনাহ নিয়ে আমার ভয় নেই। কারণ, সম্ভবত আমি ক্ষমা লাভের পথ পেয়ে যাব।

কিন্তু আমি কুরআন এবং ওহির ফায়সালা থেকে অন্তর বিকৃত হওয়ার ভয় করছি।

এবং অনুমানে মিথ্যা কথার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় করছি। দয়াময়ের অনুগ্রহের প্রতিদান এটা নয়।

আমাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি হলো, উম্মাহ গঠন ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রাসুলের পদ্ধতি সম্পর্কে অবগতি লাভ করা এবং জাতি-গোষ্ঠীর ব্যাপারে ঐশী নীতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা; রাসুল ﷺ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতির সম্মুখে কীভাবে ইসলামের দাওয়াত পেশ করেছিলেন, বিভিন্ন গোত্র ও দেশের সঙ্গে তিনি কী আচরণ করেছিলেন, সে আলোকে কুরআনের মূলনীতি এবং শাখাগত বিষয়াদি সামনে রেখে একটি বিশুদ্ধ মানহাজের ওপর দাওয়াতের ভিত্তি স্থাপন করা। আল্লাহ বলেন,

> যারা আল্লাহ ও শেষদিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। [সুরা আহজাব : ২১]

উম্মাহর গঠন এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাসুলের চিন্তাধারা ও পদ্ধতি ছিল সর্বজনীন, পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ। সমাজ বিনির্মাণ, গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং রাষ্ট্র গঠনে তিনি ছিলেন ঐশী পদ্ধতির পরিপূর্ণ আঞ্জাবহ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রজ্ঞা এবং মেধা ব্যবহার করেছেন। যেমন : ধীরস্থিরে কাজ করা, শত্রুর আরোপিত জুলুম প্রতিহত করা, বিপদ ও পরীক্ষায় সবর করা, বস্তুগত (পার্থিব) মাধ্যম গ্রহণ করা, আত্মার পরিবর্তন সাধন ইত্যাদি।

তিনি সাহাবিদের হৃদয়ে আল্লাহ প্রদত্ত মানহাজ, বিশুদ্ধ আকিদা, মূল্যবোধ এবং আল্লাহ, মহাবিশ্ব, জীবন, জান্নাত, জাহান্নাম, বিচার, কাদা (ফায়সালা) ও কদর-সম্পর্কীয় বিশুদ্ধ ধারণা বদ্ধমূল করে দেন। এতে সাহাবিগণ চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত হন। তাঁদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে আল্লাহ প্রদত্ত পন্থায় সকল কার্য সম্পাদন করা। সাহাবিদের কেউ কখনো অনুপস্থিত থাকলে উপস্থিত সাহাবিকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'আজ রাসুল ﷺ কী শিক্ষা দিয়েছেন? তাঁদের অনুপস্থিতিতে কী ওহি অবতীর্ণ হয়েছে?' ছোট-বড় সকল কাজে তাঁরা রাসুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। শিক্ষাগ্রহণ ও অনুসরণের এ ধারা কেবল তাঁদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং তাঁদের সন্তানসন্ততি এবং আশেপাশের লোকদেরও তাঁরা এ কাজে উৎসাহ দিতেন।

এ গ্রন্থে নবিজীবনের ঘটনারাজি তুলে ধরা হবে। তাঁর রিসালাতপূর্ব পৃথিবীর দৃশ্যপট

এবং রিসালাত প্রাপ্তিকালে (পৃথিবীর) সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অবস্থান ও পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হবে। আলোচনা করা হবে তাঁর জন্মপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, ওহিপ্রাপ্তির পূর্বেকার অবস্থা, দাওয়াতের বিভিন্ন পর্যায়, মক্কিযুগে চারিত্রিক ও ইবাদত-সংক্রান্ত ধ্যানধারণার সংস্কার, দাওয়াতি কার্যক্রমের বিপরীতে মুশরিকদের কর্মকাণ্ড, হাবশায় হিজরত, তায়েফের দুঃখজনক ঘটনা, ইসরা-মিরাজের সম্মাননা, বিভিন্ন গোত্রে গমন, কল্যাণকামী অভিযাত্রা, মদিনাবাসীর মধ্যে নুরের শুভ আগমন ও হিজরতের ঘটনা। এ সকল ঘটনা থেকে পাঠক জানতে পারবে কী পরম শিক্ষা রয়েছে আমাদের জন্য, ফলে সমকালীন বিশ্বের সকল মুসলমান এর দ্বারা উপকৃত হতে পারবে।

মদিনায় প্রবেশের পর থেকে ইনতিকালের আগপর্যন্ত রাসুলের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হবে। সমাজজীবনের দাবি আদায়, রাষ্ট্র গঠনের উপায়-উপকরণ গ্রহণ এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শত্রুর মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে তাঁর গভীর প্রজ্ঞার বিবরণ উঠে আসবে গ্রন্থের পাতায় পাতায়। সামাজিক জীবনে রাসুলের রাজনীতি, আহলে কিতাবের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি, জিহাদি কার্যক্রম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে পাঠক অবগতি লাভ করবেন। এই আদর্শের (ইসলামের) চেতনা ও মূল্যবোধের সঙ্গে মুসলিম জাতির উত্তরণ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোকপাত করা হবে; যে আদর্শের আগমন হয়েছে মানবজাতিকে অন্ধকারের অভিশাপ থেকে মুক্তি প্রদান এবং মূর্তিপূজা ও বিকৃত ধর্মাচার থেকে মুক্ত করে প্রজ্ঞাময় শরিয়তের ছায়ায় আশ্রয় প্রদানের জন্য।

আমি (গ্রন্থকার) যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি উম্মাহর সন্তানদের মস্তিষ্ক থেকে মহানবির সিরাতের ক্রমশ বিলুপ্তির সংকট নিরসনের; যদিও বিগত কয়েক দশকে মহানবির জীবনচরিতের ওপর একাধিক গবেষণাগ্রন্থ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। আল্লাহর রহমতে সিরাতগ্রন্থগুলো বেশ সমাদৃত হয়েছে। যেমন : সাফিউর রহমান মুবারকপুরি প্রণীত আর-রাহিকুল মাখতুম, শায়খ মুহাম্মাদ গাজালি প্রণীত ফিকহুস সিরাহ, ড. সাইদ রামাজান বুতি প্রণীত ফিকহুস সিরাতিন নাবাবিয়া এবং সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি রাহ. প্রণীত আসসিরাতুন নাবাবিয়া।

তবে ওই গ্রন্থগুলো সংক্ষিপ্ত; সিরাতের সার্বিক দিক নিয়ে আলোচনা এসব গ্রন্থে হয়নি। তারপরও অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ওই গ্রন্থগুলোকে যথেষ্ট ভেবে থাকে। অনেক শিক্ষার্থীর ধারণা, এ গ্রন্থগুলো পড়ে ফেললে রাসুলের পুরো জীবনী সে আয়ত্ত করে ফেলল। আমার মতে এটা একটা মারাত্মক বিভ্রম এবং সিরাতুন নবি সম্পর্কে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ মনোভাব। কিছু কিছু মসজিদের ইমাম এবং রাজনৈতিক ব্যক্তির অন্তরে এই বিভ্রান্তি সংগোপনে অনুপ্রবেশ করেছে। আর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হচ্ছে

তাঁদের অনুসারীদের মধ্যে। অনেকের অন্তরে সিরাতে রাসুলের একটি অসম্পূর্ণ ছবি অঙ্কিত হয়ে গেছে। শায়খ মুহাম্মাদ গাজালি রাহ. এমন ধারণার ভয়াবহতা সম্পর্কে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ সিরাতগ্রন্থ ফিকহুস সিরাহের শেষাংশে সতর্ক করে লিখেছেন—'রাসুলের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইতিহাস পড়ে যদি তুমি মনে করো তাঁর জীবনের সবটা জেনে গেছ, তাহলে ভুল করেছ। কুরআন এবং সুন্নাহ পরিপূর্ণভাবে পর্যালোচনা না করলে তুমি রাসুলের পূর্ণ সিরাত জানতে পারবে না। সিরাত থেকে যে পরিমাণ অর্জন করবে, মহানবির সঙ্গে তোমার সে পরিমাণ সম্পর্ক স্থাপিত হবে।'*

এই গ্রন্থে পাঠক ওই সব বিষয়াদির ওপর বিস্তারিত বিবরণ পাবে, যেসবের সঙ্গে সিরাতুন নবির রয়েছে নিবিড় সম্পর্ক—যেমন : বদর, উহুদ, আহজাব, বনু নাজির, হুদায়বিয়ার সন্ধি ও তাবুকযুদ্ধ সম্পর্কে কুরআনি দৃষ্টিভঙ্গির সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা। সেগুলো থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও উপদেশ গ্রন্থকার সুস্পষ্ট বিবরণে তুলে ধরেছেন। জয়-পরাজয়ের ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত রীতিনীতির আলোচনা উঠে এসেছে সরল বর্ণনায়। উদ্ভূত পরিস্থিতি আর যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে কুরআন কীভাবে অসুস্থ আত্মার চিকিৎসা করে, তার প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে।

নিঃসন্দেহে প্রতিটি প্রজন্মের জন্য জীবনের প্রত্যেকটি স্তরে রাসুলের সিরাত থেকে উপকৃত হওয়ার ভরপুর উপাদান রয়েছে। প্রত্যেক যুগ এবং প্রতিটি জায়গার জন্য তাঁর সিরাত সমানভাবে উপকারী।

আমার জীবনের উল্লেখযোগ্য সময় কুরআন, সুন্নাহ ও রাসুলের সিরাত অধ্যয়নে ব্যয় হয়েছে। সেগুলো ছিল আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। দরিদ্রতা কিংবা প্রবাসের যাতনা আমি তখন চিন্তাই করিনি। আমি বিভিন্ন জায়গা চষে বেড়িয়ে তথ্য-উপাত্ত একত্র করেছি। বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মূল্যবান, শিক্ষণীয় ও উপকারী বিষয়াদি সংগ্রহ করে সুবিন্যস্তরূপে সন্নিবেশন করেছি, যাতে এই উম্মাহর নতুন প্রজন্ম তা সহজে লাভ করতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমি সিরাতের প্রাচীন এবং আধুনিক কিতাবাদি সামনে রেখেছি। আমি দেখেছি ঘটনা, অভিজ্ঞতা, শিক্ষণীয় ও উপকারী বিষয়াদি বর্ণনায় সিরাতের প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। কখনো ইমাম জাহাবি রাহ. এমন বিষয় উল্লেখ করেছেন, যা ইবনু হিশাম রাহ. উল্লেখ করেননি। আবার ইবনু কাসির এমন কিছু তুলে ধরেছেন, যা সুনান রচয়িতাগণ আলোচনা করেননি। তেমনিভাবে পরবর্তী যুগের সিরাত-লেখকদের মধ্যে দেখা যায় সিবায়ি যা সন্নিবেশ করেছেন, গাজালি তার অনেক কিছুই গ্রন্থভুক্ত করেননি। বুতি যা নিয়ে এসেছেন, গাজবানের গ্রন্থে সেসব অনুপস্থিত। এভাবে তাফসির ও

* *ফিকহুস সিরাহ*, গাজালি : ৪৭৬।

হাদিসের কিতাবাদি এবং তার ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে—যেমন : ফাতহুল বারি, ইমাম নববির শারহুল মুসলিম, এমন অনেক বিষয় খুঁজে পেয়েছি, যা প্রাচীন বা আধুনিক সিরাত-রচয়িতাদের কেউ উল্লেখ করেননি। আল্লাহর অপার করুণা যে, সেসব বিষয় আমি এমনভাবে উল্লেখ করেছি, যাতে পাঠক সহজে উপকৃত হতে পারে।

গ্রন্থটিতে শতাধিক তথ্যসূত্র থেকে প্রচুর গবেষণাপ্রসূত ফলাফল এবং প্রায়োগিক চিন্তাধারা একত্র করা হয়েছে। লিবিয়া, ইয়ামেন, ইরাক, মিসর, সুদান, সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার ও সিরিয়ার অনেকেই আমাকে আলোচনা, পর্যালোচনা ও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। কেউ কেউ দুর্লভ কিতাবাদি থেকে রেফারেন্স বের করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন। আবার কেউ বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে নবিজি কর্তৃক অবলম্বিত নীতিমালা ও আচরণ, যেমন : খায়বার ও মক্কা বিজয়ের ঘটনায় বিরোধীপক্ষকে বিভিন্ন রকম সুযোগ ও ছাড় প্রদান বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপের পরামর্শ দিয়েছেন। কেউ কেউ সিরাতের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক, রাসুলের কথা ও কাজের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে জোর দিয়েছেন। সিরাতের কিছু অংশ কুরআন দ্বারা শক্তিশালী হয়েছে। অনেকের পরামর্শ ছিল একটি ধারাবাহিক পদ্ধতিতে সিরাতকে একত্র করা, যা নতুন প্রজন্মকে সমৃদ্ধ শিক্ষা, গভীর জ্ঞান, আবেগময় অনুভূতি প্রদান করবে। আর তা হবে আত্মার খোরাক, মস্তিষ্কের সংস্কারক, হৃদয় সঞ্জীবক এবং নাফসের সংশোধক।

ইসলামি দাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় সিরাতুন নবি সর্বদিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও ত্রুটিমুক্ত। ইনতিকালের আগেই রাসুল ﷺ সামগ্রিক ক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ রেখে গিয়েছেন। দাওয়াত ও প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, জিহাদ ও সংগ্রামসহ জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির জন্য রয়েছে উপযুক্ত ও উপকারী শিক্ষা। রাসুলের সিরাত অধ্যয়ন করলে পাঠক উত্তম চরিত্রের একটি বিরাট ভান্ডার পেয়ে যাবেন, যা রাসুল ﷺ-কে অন্য সকল মানুষ থেকে অনন্য প্রমাণ করেছে। হাসসান ইবনু সাবিত রা. রাসুলের চরিত্রের ব্যাপারে সত্যিই বলেছেন,

তোমার চেয়ে সুন্দর কাউকে আমার চোখ দেখেনি
তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে কোনো নারী প্রসব করেনি।
সকল দোষত্রুটিহীন করে তোমাকে সৃষ্টি করা হয়েছে,
যেন তোমাকে বানানো হয়েছে যেমনটা তুমি চেয়েছিলে।

আমি এ দাবি করছি না যে, পূর্ববর্তীরা যা পারেননি সব আমি উপস্থিত করেছি। রাসুলের সিরাত অনেক বিস্তৃত অধ্যায়। সিরাতের অনেক বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্য

শুদ্ধচিত্ত, সূক্ষ্ম অনুভূতি, প্রখর মেধা আর গভীর ইমানের প্রয়োজন, যা আমার মধ্যে নেই। এমনিভাবে আমি নির্ভুল এবং পরিপূর্ণতার দাবিও করছি না। নির্ভুল এবং পরিপূর্ণতা রাসুলগণের গুণ। কেউ নিজের বই নির্ভুল এবং পরিপূর্ণতার দাবি করলে সে মূর্খ। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বলেন,

> জ্ঞানের অতি সামান্যই তোমাদের দান করা হয়েছে। [সুরা ইসরা : ৮৫]

ইলম একটি সমুদ্র, যার কোনো শেষ নেই। কবি বলেন,

> *যে এই দাবি করে যে, সে জ্ঞানের দার্শনিকতা অর্জন করেছে, তাকে বলো তুমি অল্পকিছু অর্জন করেছ; কিন্তু অনেক কিছুই রয়ে গেছে তোমার অগোচরে।*

সাআলাবি রাহ. বলেন, কেউ দিনের বেলা কোনো কিতাব লিখে রাতে সেটা নিরীক্ষণ করলে মনে হবে—যদি এ বিষয়টা যোগ করা হতো! যদি এ বিষয়টা বাদ দেওয়া হতো! এক রাতে এমন পরিবর্তন হলে কয়েক বছরে কী হবে!

ইমাদ ইসফাহানি বলেন, আমি মনে করি, কেউ আজ একটি কিতাব লিখলে আগামীকাল বলবে—এটা পরিবর্তন করলে উত্তম হতো, এটা বৃদ্ধি করলে ভালো হতো, এটা বাদ দিলে আরও সুন্দর হতো; এটা হলো মানুষের অপূর্ণতার দলিল।

সর্বশেষ আমি আল্লাহর কাছে দুআ করছি, আমার এ কাজ যেন একমাত্র আল্লাহর জন্য হয় এবং তাঁর বান্দাদের জন্য উপকারী হয়। প্রত্যেক অক্ষরের বিনিময়ে যেন সাওয়াব দেওয়া হয়। মিজানের পাল্লায় যেন একে কল্যাণের কাজ হিসেবে যুক্ত করা হয়। গ্রন্থ রচনায় যেসব ভাই ও বন্ধুগণ আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, তাদেরও যেন উত্তম বিনিময় প্রদান করেন। কবি বলেন,

> *আমি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মানুষের পিছে পিছে হাঁটি, তাদের থেকে যে বক্রতা পেয়েছি তার বাস্তবতা উন্মোচনের চিন্তা নিয়ে।*
>
> *আমি যদি তাদের কাছে পূর্বের চেয়ে বেশি বক্রতার সম্মুখীন হই, তাহলে (কোনো অসুবিধা নেই, কেননা) আল্লাহ মানুষের জন্য কত পথ খুলে রেখেছেন।*
>
> *আর যদি পৃথিবীর বুকে আমি একা জীবিত থাকি, তাহলে তা-ও কোনো খোঁড়া ব্যক্তির (আমার) জন্য তেমন কঠিন কিছু নয়।*

মহান রবের ক্ষমা ও সন্তুষ্টির ভিখারি—

আলি মুহাম্মাদ মুহাম্মাদ আস-সাল্লাবি

১৮ রজব ১৪২১

প্রথম অধ্যায়

নবুওয়াত তথা ওহি অবতরণের পূর্বকাল পর্যন্ত সংঘটিত ঐতিহাসিক ঘটনাবলি

- **প্রথম পরিচ্ছেদ :** নবুওয়াতপূর্ব পৃথিবীর শীর্ষ সভ্যতা ও ধর্ম
- **দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :** আরব জাতিসত্তা এবং তাদের সভ্যতা
- **তৃতীয় পরিচ্ছেদ :** আরবদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং চারিত্রিক অবস্থা
- **চতুর্থ পরিচ্ছেদ :** জন্মপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি
- **পঞ্চম পরিচ্ছেদ :** খাদিজা ও নবুওয়াতপূর্ব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবুওয়াতপূর্ব পৃথিবীর শীর্ষ সভ্যতা ও ধর্ম

এক. রোমান সাম্রাজ্য

রোমের পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যকে সেকালে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য বলা হতো। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য ছিল গ্রিস, বলকান, এশিয়া, সিরিয়া, ফিলিস্তিন, ভূমধ্যসাগর, মিসর এবং উত্তর আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল। সে সাম্রাজ্যের বাদশাহরা ছিল অত্যাচারী। শাসিতের ওপর অন্যায়-অনাচার আর নির্যাতন ছিল শাসকদের চিরায়ত অভ্যাস। ট্যাক্সের ভারে জনগণ ছিল অতিষ্ঠ। ফলে সাম্রাজ্যে জন-অসন্তুষ্টি আর নৈরাজ্য-অরাজকতা লেগেই থাকত। সামাজিক জীবনে বাইজেন্টাইনরা সর্বদা খেল-তামাশা, আনন্দ-ফুর্তিতে মেতে থাকত।

তখনকার বিখ্যাত শহর মিসর ছিল ধর্মীয় নিপীড়ন আর রাজনৈতিক বৈষম্যের উর্বরভূমি। বাইজেন্টাইনরা মিসরকে এমন ছাগল ভেবে নিয়েছিল, যে ছাগলের দুধ তারা পান করবে তৃপ্তির সঙ্গে; কিন্তু তাকে পর্যাপ্ত দানা-পানি দেবে না।

সিরিয়াতে ছিল সীমাহীন জুলুম আর শোষণ। সিরিয়ার নেতৃস্থানীয়রা শক্তি এবং প্রভাব খাটানোর ওপরই ভরসা করত। রোমকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের বাহনে পরিণত হয় সিরিয়া। হতদরিদ্র প্রজাদের ওপর শাসকদের ছড়ি ঘোরানো ছাড়া ন্যূনতম দরদ ছিল না তাদের প্রতি। অনেকেই ঋণ পরিশোধের জন্য কলিজার টুকরো সন্তান বিক্রি করে দিত।*

রোমান সাম্রাজ্য ছিল অস্থিরতা, বিশৃঙ্খলা এবং চরম অশান্তিতে নিমজ্জিত। আল হাজারাতু মাজিহা ওয়া হাজিরুহা গ্রন্থে সে সময়কার অবস্থার চিত্রায়ণ করা হয়েছে এভাবে—'বাইজেন্টাইনদের সামাজিক জীবনজুড়ে ছিল ভয়াবহ অশান্তি। ধর্মীয় সংঘাত তাদের মন-মননে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিল। বৈরাগ্য ব্যাপক হয়ে উঠেছিল এবং সাম্রাজ্যের সর্বত্র এই রোগ ছড়িয়ে পড়েছিল। সাধারণ মানুষ ধর্মের গভীর ও সূক্ষ্ম বিষয়ে আলোচনায় জড়িয়ে পড়ত ও বাইজেন্টাইন রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিষয়ে কূটতর্কে লিপ্ত হতো এবং এসবেই

* *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি : ৩১-৩২।

মজে থাকত, যেন সাধারণ জনজীবনের ওপর আধ্যাত্মিক ধর্মীয় সিলমোহর লেগে গিয়েছিল। অন্যদিকে এ সকল মানুষকেই দেখা যেত সব রকম খেল-তামাশা, বিনোদন-বিলাসিতায় আকণ্ঠ মত্ত। একসঙ্গে ৮০ হাজার লোকের বসার ব্যবস্থা রয়েছে এমন অনেক প্রশস্ত ক্রীড়া উদ্যান বা স্টেডিয়াম ছিল সেই সাম্রাজ্যে। উৎসুক জনতা সেখানে কখনো পুরুষে পুরুষে কুস্তিখেলা দেখত, কখনো মানুষ বনাম বন্যপশুর মরণখেলা উপভোগ করত। জনগণকে নীল আর সবুজ দুটি রঙে ভাগ করা হতো।

বাইজেন্টাইনরা ছিল নান্দনিকতাপ্রিয়। সহিংসতা আর বর্বরতা ছিল তাদের পছন্দের তালিকায়। অধিকাংশ খেলাধুলা ছিল রক্তক্ষয়ী ও ক্ষতিকর। এসব খেলার পরিণাম এতই ভয়ানক হতো, যা ছিল রীতিমতো লোমহর্ষক। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের একেকজনের জীবন ছিল অশ্লীলতা, বিলাসিতা, কূটচাল ও অতি আড়ম্বরতার আখ্যান; অতিরিক্ত চাটুকারিতা, কুৎসিত ও মন্দ অভ্যাসে ভরপুর।[১০]

দুই. পারস্য সাম্রাজ্য

পারস্য সাম্রাজ্য 'পারসিক রাজত্ব' বা 'কিসরাবি রাজত্ব' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। তাদের সাম্রাজ্য ছিল রোমান সাম্রাজ্যের চেয়ে বিশাল ও বিস্তৃত। তাদের মধ্যে প্রচুর বিকৃত ধর্মাচারের প্রচলন ছিল। উদাহরণস্বরূপ 'জরাথুস্টবাদ (Zarathustraism)'[১১] এবং 'মানীয়বাদ'-এর কথা বলা যেতে পারে। মানীয়বাদ খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে 'মানি'[১২] আবিষ্কার করেছিল। এরপর খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে তাদের মধ্যে 'মাজদিকি'[১৩] ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। এ ধর্মের দাবি ছিল 'সবকিছু হালাল', যা কৃষক-আন্দোলনের দাবানল ছড়িয়ে দেয় এবং প্রাসাদগুলোতে লুটেরাদের হামলা বাড়িয়ে দেয়। তারা লুটতরাজ করত এবং মহিলাদের বন্দি করে দাসীতে পরিণত করত। জোরপূর্বক অন্যের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক বনে যেত। ফলে জমিন, খেতখামার ও বসতবাড়ির এমন অবস্থা দাঁড়ায়, যেন ইতিপূর্বে এখানে কিছুই ছিল না!

পারসিক বাদশাহরা উত্তরাধিকার কিংবা বংশানুক্রমে শাসনক্ষমতা পরিচালনা করত। তারা নিজেদেরকে মানবসমাজের ঊর্ধ্বে খোদার বংশধর মনে করত। রাষ্ট্রের সকল আয়-উৎপাদন তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করত এবং তা যথেচ্ছা খরচ করত।

[১০] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, আবুল হাসান আলি নদবি : ৩১।

[১১] পূর্ববর্তী যুগে ইরানের অগ্নিপূজকদের জারাদাসতি বলা হতো। —অনুবাদক।

[১২] 'মানীয়' একটি মূর্তিপূজক দলের নাম। 'মানি ইবনু ফাতাক' নামের একজন লোক এ বিকৃত ধর্মের আবিষ্কারক বিধায় তাদের মানীয় বলা হয়। —অনুবাদক।

[১৩] মাজদিকি একটি বিকৃত মতাদর্শের নাম। পারস্যের মাজদাক নামের ব্যক্তি এ মতাদর্শের আবিষ্কারক। ৫২৮ খ্রিস্টাব্দে মাজদাক মারা যায়। —অনুবাদক।

জীবনযাপন করত চতুষ্পদ জন্তুর মতো। ফলে অনেক কৃষক চাষবাস ছেড়ে দেয়। কর ও শুল্ক এবং সেনাবাহিনীর বাধ্যতামূলক চাকরির হাত থেকে বাঁচার জন্য তারা ধর্মীয় উপাসনালয়ে আশ্রয় নিত। তারা ছিল ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের তুচ্ছ জ্বালানি। সৈন্যরা সব সময় দীর্ঘ যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। ইতিহাস স্বাক্ষী, রোমান এবং পারসিকদের মধ্যে অনেক বছর পর্যন্ত লাগাতার যুদ্ধ চলতে থাকত। রাজাদের খামখেয়ালিপনা আর অযথা সংঘাত সৃষ্টি ছাড়া এসব যুদ্ধে জনগণের জন্য কল্যাণধর্মী কিছু থাকত না।

তিন. হিন্দ

ইতিহাসবিদরা এ বিষয়ে একমত যে, ধর্মকর্ম এবং রাজনীতির দিক থেকে সবার পেছনে ছিল হিন্দুস্থান। এই অধঃপতন ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে শুরু হয়েছিল। ইবাদতখানাতেও লাম্পট্য বিস্তার লাভ করেছিল। কেননা, ধর্ম তার গায়ে পবিত্রতা ও উপাসনার রং চড়িয়েছিল। নারীরা ছিল মূল্যহীন, নিরাপত্তাহীন; তাদের কোনো মর্যাদা ছিল না। সতীদাহ প্রথা ব্যাপকতা লাভ করেছিল।[১৪] শ্রেণি-বৈষম্যের ক্ষেত্রে তৎকালীন পৃথিবীতে হিন্দুস্থানের কোনো জুড়ি ছিল না। এসবই ছিল হিন্দুস্থানের আঞ্চলিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আইনের অনুবর্তী। হিন্দু পুরোহিতরা ছিল এ সকল আইনের প্রণেতা। তাদের প্রণীত আইনটি সমাজ ও হিন্দুস্থানিদের জীবনব্যবস্থা হিসেবে পরিণত হয়, সাধারণ আইনের মর্যাদা লাভ করে।

হিন্দুস্থান তখন অনিশ্চয়তা আর বিভাজনের মধ্যে দিনাতিপাত করছিল। একাধিক স্বায়ত্তশাসিত রাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে তাদের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। বস্তুত পৃথিবীতে ঘটমান সমসাময়িক বহু বিষয় থেকে হিন্দুস্থান ছিল নিরাপদ দূরত্বে। নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল অনমনীয়তা, চরমপন্থা, ঐতিহ্যগত প্রথা, শ্রেণি-বৈষম্য এবং সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা।

হিন্দুস্থানের একজন ইতিহাসবিদ, যিনি সেখানকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক, হিন্দুস্থানে ইসলাম প্রবেশের পূর্বেকার ইতিহাস লিখতে গিয়ে বলেন, 'হিন্দুস্থানিরা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল। পৃথিবীর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। এ অজ্ঞতা তাদের অবস্থানকে অধিকতর দুর্বল করে ফেলে। ফলে তাদের মধ্যে স্থবিরতার সৃষ্টি হয়। বিভিন্নভাবে শুরু হয় অধঃপতন আর পদস্খলন। তাদের শিষ্টাচার হয়ে পড়েছিল প্রাণহীন। স্থাপত্য, চিত্রকলাসহ অন্যান্য শাস্ত্রীয় ব্যাপারে তাদের অবস্থান ছিল একই।

হিন্দুস্থানের সামাজিক জীবন ছিল স্থবির। সমাজজুড়ে ছিল মারাত্মক শ্রেণিবৈষম্য।

[১৪] স্বামী মারা গেলে স্ত্রীকে তার সঙ্গে একই চিতায় দাহ করা বা পুড়িয়ে দেওয়ার প্রথা।

পরিবারে পরিবারে ছিল অসম্মানজনক ফারাক। বিধবাদের বিয়ে ছিল নিষিদ্ধ। পানাহারের ব্যাপারেও তারা শক্ত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। শহরে অচ্ছুতদের বসবাসের অনুমতি ছিল না; বাধ্য হয়ে তাদের শহরের বাইরে অবস্থান করতে হতো।'

হিন্দুস্থানের অধিবাসীরা (হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা) চার শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল :

১. ধর্মীয় গুরুশ্রেণি। তাদের ব্রাহ্মণ বলা হতো।

২. যোদ্ধা ও সামরিক শ্রেণি। তাদের ক্ষত্রিয় বলা হতো।

৩. কৃষক এবং ব্যবসায়ী শ্রেণি। এদের বৈশ্য বলা হতো।

৪. সেবক শ্রেণি। এদের শূদ্র বলা হতো। এরা ছিল সমাজের নিকৃষ্টতম শ্রেণি।

সেবকেরা ছিল সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নীচু। হিন্দুবিশ্বাস মতে, স্রষ্টা উপরের তিন শ্রেণির লোকের সেবা করতে তাদের সৃষ্টি করেছেন। প্রণীত আইনে ব্রাহ্মণদের সর্বোচ্চ স্থানে সমাসীন করা হয়েছিল। তাদের সমমর্যাদা অর্জন কারও জন্য সম্ভব ছিল না। একজন ব্রাহ্মণ সম্পূর্ণভাবে ক্ষমাপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত হতো, যদিও সে পাপের মাধ্যমে পৃথিবী ভারী করে তোলে। তার ওপর কোনো অভিযোগ উত্থাপন করা যেত না। কোনো অবস্থায় তাকে হত্যার মতো শাস্তি দেওয়া যেত না। পক্ষান্তরে শূদ্রদের সম্পদ সঞ্চয়ের এবং ধর্মীয় গুরুদের সঙ্গে বসার, তাদের স্পর্শ করার এবং ধর্মীয় গ্রন্থ শিক্ষা করার অনুমতি ছিল না।[১৫]

চার. রাসুলের আবির্ভাবপূর্ব পৃথিবীর ধর্মীয় অবস্থা

ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত হওয়ার আগে মানবতা ইতিহাসের নিকৃষ্টতম সময় পার করছিল। ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক অধঃপতনের জয়জয়কার চলছিল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক বিশৃঙ্খলায় ভুগছিল পৃথিবী। আকিদা, বুদ্ধিবৃত্তি, ধ্যানধারণা ও আধ্যাত্মিকতার ওপর জাহিলি রীতি-রেওয়াজ চেপে বসেছিল। মূর্খতা, কুপ্রবৃত্তি, অন্যায়, অনাচার-পাপাচার, দাম্ভিকতাসহ জাহিলি বৈশিষ্ট্যগুলো কর্তৃত্ব ফলাচ্ছিল মানবসমাজের ওপর।

মানবজীবনের ওপর আসমানি ধর্মসমূহের প্রভাব প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। কিংবা ধর্মকে পরিবর্তন ও বিকৃত করার কুপ্রভাবে মানবহৃদয় থেকে খোদাপ্রেরিত রিসালাতের গুরুত্ব ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছিল। ধর্মমূলে দুষ্ট চিন্তা আর মানবসৃষ্ট ধারণা অনুপ্রবেশের ফলে পৃথিবীবাসী আকিদা-বিশ্বাসগত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়, যা তাদের মারাত্মক

[১৫] *আস-সিরাতুন নাব্যবিয়্যা*, আবুল হাসান আলি নদবি : ৩৮, ৩৯।

সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। সুস্থ মানসিকতার অধিকারী মানুষের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়। তারা সাধারণ মানুষ থেকে দূরে থাকত। সংশোধন থেকে নিরাশ হয়ে মুক্তি পাওয়ার জন্য নির্জনে একাকী বসবাস করত। মনুষ্য-সমাজের সর্বস্তরে পচন ধরেছিল। অবাধে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিল দুর্নীতি।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় অনেকেই ছিল ধর্মত্যাগী বা তারা ধর্মীয় গণ্ডির বাইরে অবস্থান করত। অনেকে তো ধর্মের ধারই ধারত না। আবার দেখা যেত কেউ কেউ বিকৃত হয়ে-যাওয়া আসমানি ধর্মের অনুসরণ করছে। অন্যদিকে আইনি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় সামাজিক জীবনে মানুষ আল্লাহর আইনকে পেছনে ছুড়ে ফেলেছিল। নিজেরাই প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে এমনসব আইনকানুন তৈরি করে নিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি। এমন নীতিমালা তারা প্রণয়ন করেছে, যা বিবেকের সঙ্গে যেমন সাংঘর্ষিক, তেমন স্বভাববিরোধীও।

সমাজপতি, নেতানেত্রী, পুরোহিত, সন্ন্যাসী, মহাজন, রাজা-বাদশাহসহ জাতির কর্ণধার সবাই এই বিশৃঙ্খলায় মত্ত ছিল। সৃষ্টিকর্তার পথপন্থা থেকে বিচ্যুত হয়ে পৃথিবী অজ্ঞতা, অন্ধত্ব ও অমাবস্যার অন্ধকারে ডুবে গিয়েছিল।

ইয়াহুদি ধর্ম : ইয়াহুদি ধর্ম সনাতন অনুষঙ্গ আর ধর্মীয় কিছু আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ; তাতে প্রাণ ছিল না, জীবনীশক্তি ছিল না। শাসকশ্রেণি আর প্রতিবেশী জাতি-গোষ্ঠীর ভ্রান্ত বিশ্বাস তাদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে। তারা তাদের বিভিন্ন কাজেকর্মে অজ্ঞ মূর্তিপূজারিদের রীতি-রেওয়াজ গ্রহণ করে। ইয়াহুদি ইতিহাসবিদরা বিষয়টি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেছে।[১৬]

তাদের ইতিহাসে আছে, 'মূর্তিপূজকদের ওপর নবিদের ক্রোধ এবং রাগ থেকে অনুধাবন করা যায় যে, বনি ইসরাইলের মন-মননে মূর্তিপূজা এবং বহু ইলাহের বিশ্বাস গেড়ে বসেছিল; যার শিকড় বাবেল[১৭] শহর থেকে ফেরার দিনেও তাদের অন্তর থেকে উপড়ানো যায়নি। তারা অনেক মনগড়া ও শিরকি বিশ্বাস লালন করতে শুরু করে। ইয়াহুদিদের ধর্মশাস্ত্রও সাক্ষ্য দেয় যে, মূর্তিপূজার প্রতি ইয়াহুদিদের মনে এক বিশেষ আকর্ষণ বিরাজ করছিল।'

রাসুলের আবির্ভাবের পূর্বে ইয়াহুদি সমাজ বুদ্ধিবৃত্তিক অধঃপতন ও ধর্মীয় রুচিবোধ বিনষ্টের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়। বাবেলীয় তালমুদ ইয়াহুদিদের পবিত্রতম ধর্মীয়গ্রন্থ—খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর নির্ভরযোগ্য একটি প্রসিদ্ধ রচনা। গ্রন্থটিতে ইয়াহুদিদের পবিত্রতা

[১৬] প্রাগুক্ত : ২০।

[১৭] ইরাকের একটি প্রাচীন শহর। আরেক নাম ব্যাবিলন। — অনুবাদক।

বর্ণনায় অতিরঞ্জন করা হয়েছে। গ্রন্থটি অধ্যয়ন করলে দেখতে পাবেন সেখানে তাদের বিবেকহীনতা, নির্বুদ্ধিতা, আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ, বাস্তবতা অস্বীকার এবং ধর্ম ও বিবেক নিয়ে খেল-তামাশার মতো বিস্ময়কর নমুনা রয়েছে।

খ্রিষ্টধর্ম : সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি আর অজ্ঞদের অপব্যাখ্যায় খ্রিষ্টধর্ম ছিল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। ঘনকালো মেঘের আড়ালে (মনগড়া ধর্মাচার) একত্ববাদ ও আল্লাহর ইবাদতের জ্যোতি হারিয়ে গিয়েছিল।[১৮] মাসিহ (ইসা আ.)-এর প্রকৃতি ও বাস্তবতা-নিরূপণী দ্বন্দ্বে সিরিয়া, ইরাক আর মিসরের খ্রিষ্টানদের মধ্যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছিল। বাড়িঘর, শিক্ষাকেন্দ্র এবং গির্জাগুলো তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সেনাশিবিরে পরিণত করে। বিভিন্ন আকার-আকৃতি এবং নানান রঙে মূর্তিপূজা তাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে।

আধুনিক গবেষণার আলোকে খ্রিষ্টধর্মের ইতিহাসে এসেছে—পৌত্তলিকতা শেষ হলো বটে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হলো না; বরং খ্রিষ্টানদের আত্মার গভীরে প্রোথিত রয়ে গেল। এমনকি 'মাসিহিয়া' (খ্রিষ্টধর্ম) নামের আড়ালে পৌত্তলিকতা অব্যাহতভাবে চলতে লাগল। যারা দেবদেবী আর বিখ্যাত ব্যক্তিদের পূজা-উপাসনা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছিল, তারাই অবচেতনে ধর্মের জন্য জীবন উৎসর্গকারী কোনো শহিদকে প্রাচীন দেবতার বিশেষণে বিভূষিত করে তার ভাস্কর্য (মূর্তি) নির্মাণ করল। এভাবে শিরক আর মূর্তিপূজা ওই সকল পুণ্যাত্মা শহিদদের নামে আত্মপ্রকাশ করল। এ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই শহিদ ও ওলিদের পূজা-অর্চনা ব্যাপকতা লাভ করে। নতুন বিশ্বাসের জন্ম হয়—ওলিগণ ঐশ্বরিক গুণে গুণান্বিত, তারা মানুষ এবং আল্লাহর মধ্যে সম্পর্কের মাধ্যম হয়ে থাকেন। নব্য এই বিশ্বাসের মূলে ছিল আরিয়ানবাদীদের[১৯] ধর্মবিশ্বাস। তাদের দৃষ্টিতে ওলিগণ আল্লাহ ও মানুষের সম্পর্কের মাধ্যম হয়ে থাকেন। অধিকন্তু এটা মধ্যযুগের পবিত্রতা এবং সাধুতার প্রতীকে পরিণত হলো। মূর্তিপূজার উৎসবগুলোকে তারা নতুন নামে নামকরণ করল; এমনকি ৪০০ খ্রিষ্টাব্দে সনাতন 'সূর্যদেবতার' উৎসবটি মাসিহের (যিশুখ্রিষ্ট) জন্মোৎসবে পরিণত হলো।[২০]

আধুনিক ক্যাথলিক বিশ্বকোষে *New Catholic Encyclopaedia* উল্লেখ করা হয়েছে যে, চতুর্থ শতাব্দীর শেষদিকে খ্রিষ্টদুনিয়ার জীবনদর্শনে ত্রিত্ববাদের বিশ্বাস

[১৮] *আস-সিরাতুন নাব্যবিয়া*, আবুল হাসান আলি নদবি : ২০, ২১।

[১৯] পাদরি আরিয়াসের (২৫০-৩৩৬ খ্রি.) অনুসারীদের এই নামে ডাকা হতো। আরিয়াস খ্রিষ্টানদের প্রাচীন ত্রিত্ববাদ অস্বীকার করেছিলেন এবং খ্রিষ্টসমাজে নতুন মতবাদের প্রচলন করেছিলেন। তাদের মতে ইসা আ. খোদা ছিলেন না; তিনি ছিলেন ঈশ্বরের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যম। ঈশ্বরের পরই তাঁর স্থান ছিল। আরিয়ানবাদীদের ধর্মমতকে বলা হয় আরিয়ানিজম বা আরিয়ানবাদ। —সম্পাদক।

[২০] *আস-সিরাতুন নাব্যবিয়া*, আবুল হাসান আলি নদবি : ২৩।

প্রবেশ করে। অর্থাৎ, আল্লাহ এক-অদ্বিতীয়; তবে তিনি তিনটি সত্তার সমন্বিত রূপ। আর এটাই হয়ে যায় তাদের স্বীকৃত আকিদা। পৃথিবীর সকল খ্রিষ্টান এটা বিশ্বাস করত। উনিশ শতকের আগপর্যন্ত ত্রিত্ববাদের ক্রমবিকাশ এবং রহস্য নিয়ে কেউ কথা বলেনি।[২১]

খ্রিষ্টানদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ বিস্তার লাভ করে। তারা একে অপরকে 'কাফির' আখ্যা দিয়ে হত্যা করতে থাকে। তবে তখনো কিছু কিছু খ্রিষ্টান কল্যাণ ও সংশোধনের দাওয়াতি কাজে নিজেকে সদাব্যস্ত রেখেছিল।

অগ্নিপূজারি : অগ্নিপূজারিরা তো পূর্ব থেকেই প্রাকৃতিক বিভিন্ন বস্তুর উপাসনাকারী হিসেবে পরিচিত ছিল। তাদের পূজনীয় বস্তুগুলোর মধ্যে আগুন ছিল শীর্ষে। উপাসনার জন্য দেশের সর্বত্র গড়ে উঠেছিল অসংখ্য অগ্নিমন্দির। তারা এর পূজা করত এবং পূজার উদ্দেশ্যে মূর্তি ও মন্দির নির্মাণ করত। মন্দিরের ভেতরে নানাবিধ আচার-পদ্ধতি ও কঠোর নিয়মনীতি পালন করা হতো। বাইরের পৃথিবীতে তারা ছিল মুক্ত-স্বাধীন। প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করত। ধর্মহীন আর ধার্মিকের মধ্যে বিশেষ কোনো তফাত ছিল না।

ডেনমার্কের এক ইতিহাসবিদ তার ইরান ফি আহদিস সাসা*নিইয়িন* বইয়ে অগ্নিপূজারিদের বিভিন্ন শ্রেণির ধর্মগুরু আর তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তাদের ওপর আবশ্যক ছিল প্রতিদিন চারবার আগুনের পূজা করা। পানি, চন্দ্র ও সূর্যের উপাসনা করা। ঘুম, গোসল, পৈতা পরিধান, পানাহার, হাঁচি, মাথা মুণ্ডানো, নখ কাটা, শৌচকার্য ও বাতি জ্বালানোর সময় তাদের নির্দিষ্ট দুআ পাঠ করতে হতো। তাদের আদেশ করা হতো আগুন যেন কখনো না নেভে। আগুন এবং পানি যেন একে অপরকে স্পর্শ না করে। খনিজ পদার্থকে যেন যত্রতত্র ফেলে না রাখে। অন্যথায় মরিচা পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। তারা খনিজ পদার্থকে পবিত্র বস্তু মনে করত।[২২]

ইরানিরা আগুনের দিকে মুখ করে পূজা করত। সাসানি সাম্রাজ্যের সর্বশেষ সম্রাট ইয়াজদাগির্দ একবার সূর্যের নামে কসম করেছিল এভাবে—'আমি ওই সূর্যের নামে কসম করে বলছি, যিনি সবচেয়ে বড় উপাস্য।'

অগ্নিপূজকেরা সর্বকালে দ্বিত্ববাদের শিকার ছিল; এমনকি এটা তাদের বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। দুই খোদার অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিল তারা। আলোকে তারা কল্যাণের প্রভু এবং অন্ধকারকে মন্দের প্রভু মনে করত।

---

[২১] *লায়িরাতুল মাআরিফ আল-কালুসিকিয়া* : ১৪/৩৯৫।

[২২] *ইরান ফি আহদিস সাসানিইয়িন*—আস-সিরাতুন নাবাবিয়া : ১৫৫।

বৌদ্ধধর্ম : এরা হিন্দুস্থান এবং মধ্য-এশিয়ায় মূর্তিপূজকে পরিণত হয়। চলার পথে মূর্তি সঙ্গে রাখা ছিল তাদের চিরায়ত অভ্যাস। তারা যেখানে অবস্থান কিংবা অবতরণ করত, সেখানে গৌতম বুদ্ধের মূর্তি ও বুদ্ধমন্দির নির্মাণ করে উপাসনা আরম্ভ করত।[১৩]

ব্রাহ্মণ্যবাদ : এটা ছিল হিন্দুস্থানের মূল ধর্ম। হিন্দুরা অসংখ্য দেবদেবীর উপাসনায় লিপ্ত হতো; খ্রিষ্ট ষষ্ঠ শতকে এসে যা বিভিন্ন ধর্মের রূপ ধারণ করে। প্রকৃতপক্ষে হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম এবং মূর্তিপূজা এক ও অভিন্ন।

এককথায়, আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার মানুষ মূর্তিপূজায় ছিল নিমজ্জিত। খ্রিষ্টান, ইয়াহুদি, হিন্দু, বৌদ্ধ সবাই মূর্তিকে পবিত্র মনে করত এবং মূর্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত।

পৃথিবীর তাবৎ জাতি-গোষ্ঠীর এই বিপর্যয়ের বিস্তৃতির দিকে ইঙ্গিত করে রাসুল ﷺ তাঁর এক বক্তব্যে বলেন,

> নিশ্চয় আমার প্রভু আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাদের সেসব বিষয় শিক্ষা দিতে, যা সম্পর্কে তোমরা অজ্ঞ। আজ তিনি আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন— আমি আমার বান্দাকে যেসব সম্পদ দান করেছি, সব তার জন্য হালাল। আমি আমার বান্দাদের তাওহিদমুখী ও শিরকবিমুখ করে সৃষ্টি করেছি। এরপর শয়তান এসে তাদের বিভ্রান্ত করে ফেলল। আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছি, তারা (শয়তানরা) সেসব হারাম করে দিলো এবং তাদের শিরকের নির্দেশ দিলো। অথচ শিরকের পক্ষে আমি কোনো দলিল অবতীর্ণ করিনি। আল্লাহ পৃথিবীবাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন। তিনি আরব-অনারব সকলকে ঘৃণা করলেন শুধু আহলে কিতাব ছাড়া।[১৪]

ইসলামপূর্ব যুগে মানবসমাজ বিভিন্ন বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে। এ বিষয়টির প্রতি হাদিসে আলোকপাত করা হয়েছে। যেমন : আল্লাহর সঙ্গে শরিক করা, শরিয়ত পরিত্যাগ, ভ্রষ্টতার ওপর একমত হওয়া ইত্যাদি।

[১৩] আস-সিরাতুন নাব্বাবিয়া, সাইয়িদ আবুল হাসান আলি নদবি : ২৮।

[১৪] সাহিহ মুসলিম : ২৮৬৫।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আরব জাতিসত্তা এবং তাদের সভ্যতা

এক. আরব জাতিসত্তা

বংশীয় উৎপত্তি বিবেচনায় আরব জাতিকে ইতিহাসবিদগণ তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন, যা নিম্নরূপ :

১. বায়িদাহ[২৫]

তারা হলো আদ, সামুদ, আমালিকা, তাসম, জাদিস, উমাইম, জুরহুম এবং হাজারামাউত গোত্র। এসব জাতীগোষ্ঠীর নিদর্শনাদি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ইসলামের আগেই পৃথিবী থেকে তাদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। অবশ্য অস্তিত্বকালে সিরিয়া থেকে মিসর পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিল তারা।[২৬]

২. আরিবা

তারা হলো ইয়ারুব ইবনু ইয়াশজুব ইবনু কাহতানের বংশধর। কাহতানের নামানুসারে তাদের কাহতানি বলা হতো। 'দক্ষিণা আরব'[২৭] নামেও তারা প্রসিদ্ধ ছিল। ইয়ামেন, মাইয়ান, সাবা এবং হিময়ার ছিল আরিবা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত।[২৮]

৩. আদনানি

আদনানের দিকে সম্বন্ধ করে তাদের আদনানি বলা হতো। আদনানের বংশধারা

[২৫] বায়িদা শব্দের অর্থ ধ্বংসপ্রাপ্ত। এ গোত্রগুলোকে তাদের অবাধ্যতা আর পাপাচারের কারণে আল্লাহ বিভিন্ন আজাব-গজবের দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছেন। —সম্পাদক।

[২৬] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, আবু শাহবা : ১/৪৬।

[২৭] আরব ভূখণ্ডের দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ, ইয়ামেনে তাদের বসবাস ছিল বলে এ নামে ডাকা হয়। এদেরকেই খাঁটি আরব বলা হয়। —সম্পাদক।

[২৮] *আস-সিরাতুন নাবাবিয়া*, আবু শাহবা : ১/৪৭।

ইসমাইল ইবনু ইবরাহিম আ.-এর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এরা 'আল-আরাবুল মুসতারিবা' নামে প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ, তাদের রক্তের সঙ্গে অনারবি রক্ত প্রবেশ করে। তারপর এই রক্ত আরবি রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে। এই মিশ্রণের ফলে তাদের মধ্যে নতুন এক মিশ্র আরবি ভাষার উদ্ভব ঘটে।

এরা উত্তরাঞ্চলীয় আরব। তাদের মূল আবাসস্থল ছিল মক্কায়। তারা ইসমাইল আ. ও তাঁর সন্তানাদি এবং জুরহুম সম্প্রদায়ের সংমিশ্রিত জাতি। জুরহুমদের থেকেই ইসমাইল আ. আরবি ভাষা শিখেছিলেন এবং ওই বংশের সঙ্গে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁর সন্তানাদি জুরহুমের আদলে আরবিভাষী হয়ে ওঠে। ইসমাইল আ.-এর অধঃস্তন বংশধরদের একজন হলেন রাসুলের ঊর্ধ্বতন পুরুষ আদনান। আদনান থেকে আরবের গোত্রসমূহ বিস্তার লাভ করেছে। আদনানের পর তাঁর ছেলে মাআদ, মাআদের পর তাঁর ছেলে নাজার, এরপর নাজারের দুই ছেলে মুজার ও রাবিয়া—এদের নামে আরবে বিভিন্ন গোত্র বিস্তার লাভ করে।

রাবিয়া ইবনু নাজারের সন্তানেরা আরবের পূর্বপ্রান্তে বসতি স্থাপন করে। আবদুল কায়েস বসতি গড়েন বাহরাইনে, হানিফা ইয়ামামায়, বনু বকর ইবনু ওয়াইল বাহরাইন ও ইয়ামামার মধ্যবর্তী স্থানে, তাগলিব গোত্র ফোরাত পাড়ি দিয়ে বসত বাঁধে ফোরাত ও দজলার মধ্যবর্তী দ্বীপে এবং তামিম গোত্র আবাস গড়ে তোলে বসরার মরু অঞ্চলে।[২৯]

মুজারের সন্তানদের মধ্যে সুলাইম মদিনার নিকটবর্তী এলাকায়, সাকিফ তায়েফে, হাওয়াজিন মক্কার পূর্বপ্রান্ত, আসাদ পূর্ব তাইমা থেকে পশ্চিম কুফা পর্যন্ত, জুবইয়ান এবং আবাস তাইমা থেকে হাওরান পর্যন্ত এলাকায় বসবাস করত।

বংশবিদ্যায় অভিজ্ঞ অধিকাংশ ব্যক্তি (Genealogist) এবং অন্যান্য আলিমদের মতে আরবেরা 'আদনানিয়্যাহ' ও 'কাহতানিয়্যাহ' দু-ভাগে বিভক্ত। কোনো কোনো আলিম মনে করেন, আদনান ও কাহতান উভয়ই ইসমাইল আ.-এর বংশধর।[৩০]

বুখারি রাহ. সহিহ বুখারিতে এ ব্যাপারে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। অধ্যায়ের শিরোনাম হলো—'ইয়ামেনের সম্পর্ক ইসমাইল আ.-এর সঙ্গে'। সেখানে তিনি সালামা রা.-এর সূত্রে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, একবার রাসুল ﷺ তিরন্দাজি প্রতিযোগিতারত কিছু লোকের কাছে আসেন। তাদের সম্বোধন করে বলেন, 'বনু ইসমাইল, তির নিক্ষেপ করো। কেননা, তোমাদের পূর্বপুরুষ তিরন্দাজ ছিলেন। (দল দুটির একটিকে ইঙ্গিত করে বলেন) তবে আমি এই গোত্রের সঙ্গে।' তখন তারা

[২৯] মাদখাল লি ফাহমিস সিরাত : ৯৮-৯৯।

[৩০] আস-সিরাতুন নাবাবিয়া, আবু শাহবা : ১/৪৮।